

শারদীয়া সংখ্যা

# আমাদের স্বাধীন কলম

October 2018 : আশিন ১৪২৫

Copyright ©আমাদের স্বাধীন কলম-2018

আমাদের স্বাধীন কলম

[ মুক্ত মনের বার্তা বয়ে এসেছি  
স্বাধীন কলম হয়ে]

[ প্রচ্ছদ: পিয়ালী পাল]



The opinion in the articles are  
entirely the thoughts and  
views of  
the respective authors only

Copyright ©  
[ আমাদের স্বাধীন কলম-2018]

Individual author. All rights  
reserved.

## কলম-কথা

স্বাধীন কলম যখনই কালি ৰায়.....শিল্পপ্রেমী মানুষ তার  
শিল্পীসংগ্রাকে খুঁজে পেয়ে আনল্দে মুখৰ হয়, অনুপ্রাণিত হয়, সমৃদ্ধ  
হয়।আবার তেমনই হয়তো কিছু মানুষ আছেন, কলমের স্বাধীনতা  
যাদের অস্বষ্টি ও শক্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে। পূজাৰ্থিকী  
ম্যাগাজিনে সেই কলম তার স্বাধীনতাকে কেবলমাত্র মুখ ওঁজে রেখে  
দেয় লিখিত মাধ্যমের মধ্যেই ...প্রশ্নটা ওঠে সেখানেই... কলমের  
দৌড় ম্যাগাজিনের পাতায় কি শুধুই কালো সাদা কিছু অক্ষর..নাকি  
আরো কিছু..!!

আর সেই উওরের সঙ্গানেই আমাদের স্বাধীন কলমের.. কলম  
কথা... আমাদের কলম এখন থেকে আশ্রয় দেবে..ফ্রমতা দেবে  
আরো হাজার হাজার শিল্প মাধ্যমকে...তার জাল বিস্তার করবে  
চলচ্চিত্র ... পুজোৱ গানেৱ অ্যালবাম, ছবি, কবিতা আৰুতি....  
যেখানে মানুষ মুহূৰ্তেৱ মধ্যে শুধু মাত্র দেখতে পাবে তাই  
নয়..শুনতেও পাবে..স্বাধীন কলমের কথা.... দেখতে পাবে কলমের  
স্বপ্ন... আৱ শক্তি কৱে তুলবে সমাজ সভ্যতার ভিতকে...  
এই আশাতেই বুক বেঁধে প্ৰকাশিত হলো... ভাৱতেৱ প্ৰথম এবং  
একমাত্র অডিও ভিস্যুয়াল ম্যাগাজিন..  
আমাদেৱ স্বাধীন কলম...

আসুন না....'কলম' শব্দটিৱ সংজ্ঞা আজ আমৱা পাল্টে  
দেই।আমাদেৱ-আপনাদেৱ প্ৰচেষ্টায় সাদা পাতার চিৱকেলে আটপৌৰে  
প্ৰেক্ষাপট ছেড়ে, কালো অক্ষৱেৱ চক্ৰবৃহ ভেঙে ফেলে কলম হয়ে  
উঠুক শব্দমুখৰ, বৰ্ণময়, ধৰনিতৰঙ্গে ভৱপূৰ একটি সচল  
মাধ্যম....an audio-visual medium। কলমকে আৱও বেশী  
শক্তিশালী , আৱও বেশী স্বাধীনচেতা কৱে তুলতে আসুন না সবাই  
হাতে হাত মেলাই। এই....স্বাধীন কলম।

# সূচিপত্র

## অডিও ভিসুয়াল : শিল্পের সামগ্রিকতার প্রতি এক প্রয়াস

মহিসামুরমদ্দিনি (মিউজিক ভিডিও)	বং পাইপারস	১০
অঙ্কন (ভিডিও)	রূপম রানা	৩০
লাভ সাভএর গল্প (শ্টেট ফিল্ম)	রিয়েলরিল মিডিয়াওয়ার্কস	১৩
রাস্তা (অডিও)	সায়ক & দেবার্ঘ্য	৩৬
একটি পালক (অডিও)	আকাঞ্চা & দেবার্ঘ্য	৩৫
ফিরে দেখা (অডিও)	সোহান & দেবার্ঘ্য	১৭

## গল্প

এগারো	বৈশাথী সেন	৫৫
বিপাশা	অভিক দত্ত	২২
একটুকরো প্রকৃতি	দেবার্ঘ্য চক্ৰবৰ্তী	১২
গল্পটা	হৈষিতা সর্দার	৬১
রোববার	স্বপ্ননীল হালদার	৪০

## ট্রাভেল লগ

স্বদেশ : সিকিম	রূপম রানা	৭৫
বিদেশ: থাইল্যান্ড	রূপম রানা	৭০

## কবিতা

অপ্রিয়তমা	অভীক রায়	৮
শ্রেত	অর্জুন দাস	৭২
সব হারানোর লড়াই	শুভক্ষর দেব	৭৪
আমায় একটু সময় দেবে	অনামিত্র বিশ্বাস	১৮
এক পিনকোড়ের রাজকন্যা	জিত ঘোষ	৩১
লিখতে আসায় দায়	অনির্বান মান্না	৪৬
কতো উপকথন	কৌস্তব দত্ত	৪৪
ওদের মতই	লীনা মহল	৬৯
হলোনা	লীনা মহল	৬৯
আশাহত নবীন	রাজর্ষি চক্ৰবৰ্তী	৩৮
সম্বল	অরিত্রি দত্ত	৫২
নীরার জন্য পাহাড়তলী	সায়ক চক্ৰবৰ্তী	১৪
অভিযোগান্ত্রের আশা	সোহান ঘোষ	৭৬

## ছবি আঁকা

আত্মীয়ী হালদার , শ্রেয়সী বিশ্বাস , লীনা মহল , নেহা মজুমদার ,  
দেবলীনা নক্ষর , শঙ্খ ভট্টাচার্য , পিয়ালী পাল , দুর্জয় দত্ত  
চৌধুরী , রূপম রানা , সৃজিতা দাস

## ফোটোগ্রাফি

কালো সাদা জীবনের থাতা	লীলা মহল	৫৪
জীবনের ছবি গল্প ,	আকাশ রঞ্জন নঙ্কর	৪৫
সভ্যতার ছবি, ছবির সভ্যতা	ইন্দ্রজিত গায়েন	৭২
জীবনের ছবি গল্প	অর্কপ্রভ নঙ্কর	৬০
জীবনের ছবি গল্প	দওত্রেও দাস	৩৯

## প্রবন্ধ ও অন্যান্য

দুর্গার বাঁচছে	ডালিয়েন বোস	৫০
জানাইজানাই টুকিটাকি	আকাশ ভট্টাচার্য	১৫
অচেনা কলকাতা	দেবার্ধ্য চক্রবর্তী	৬৬
উৎসর্গ	সায়ক চক্রবর্তী	৭



# উৎসর্গ

গ্রাম ছাড়িয়ে রাঙ্গা মাটির পথ, গরমের  
পাকা নোনাফল, সবুজ ধানসায়র আর  
নাগর নদী, এই জড়িয়ে বাংলাদেশ  
নয়, বাংলার গ্রাম বালিয়াডাঙ্গী। আর এই  
বাংলার ঐতিহকে আঁকড়ে অমর এক  
প্রতিভাধর সন্তান সাহিত্যিককে উৎসর্গ  
করলাম আমাদের শারদীয়া "স্বাধীন  
কলম"। তিনি আর কেউ নন, টেনিদার  
মুখে "ডি লা গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস!  
ইয়াক! ইয়াক!" শুনলেই যাঁকে মনে পড়ে  
তিনি সেই অমর কথাসাহিত্যিক, শ্রী  
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এই শারদপ্রাতে তাঁর  
শতবর্ষে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর  
পাশাপাশি  
উৎসর্গ করলাম আমাদের তথা বাংলার  
"স্বাধীন কলম"।

## অপ্রিয়তমা

- অভিক রায়

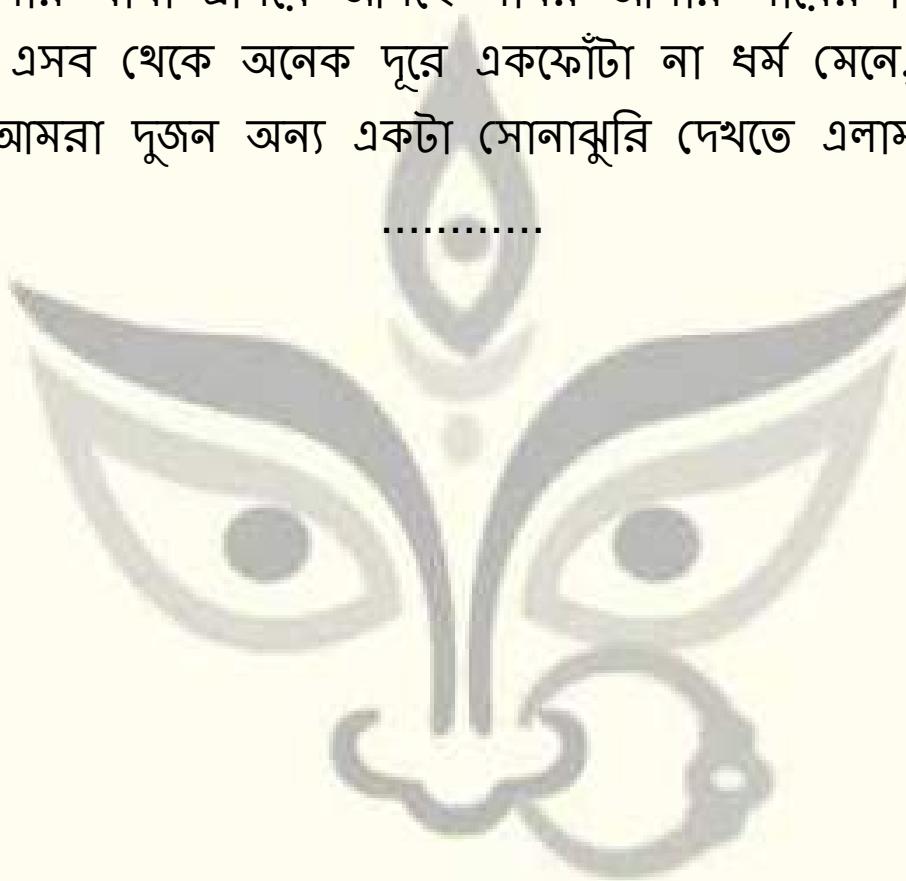
তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকার আলস্যময় কষ্ট আছে।  
কারণ আমার স্বপ্নগুলোর উচ্চারণের মর্যাদা নেই।  
হয়তো তখন বটের পাতায় শিশুর মত লুটোছে চাঁদ...  
বৃক্ষ সাপের ফণার মাথায় থিতিয়ে আসছে নেশার মাদল।  
আর ওদিকে সুযোগ বুরো ঝলসে যাওয়া চেথের নীচে,  
আলগোছে টেউ চালান করছে অসুখফেরৎ একটা চুমু।

তোমার সঙ্গে হাঁটতে যাওয়ার ওলটপালট শান্তি আছে।  
কারণ আমার সায়াহু আর রাতের মধ্যে যুগের ফারাক।  
হয়তো তখন আমিষগন্ধে মাতাল হচ্ছে একটা বিড়াল...  
সব জোনাকির সবুজ আলো দুমড়ে যাচ্ছে বুটের নীচে।  
আর ওদিকে বিল্ববীঠোঁট নরম একটা প্ল্যাকার্ড জুড়ে,  
লিখে দিচ্ছে লোডশেডিং এ, অনেকদিনের ব্যর্থ দাবী।

তোমার সঙ্গে গাইতে বসার স্বেচ্ছাচারী ইচ্ছে আছে।  
কারণ আমার চা বাগানে সব কৃষকের গলায় দড়ি।  
হয়তো তখন পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছে একটা ট্যুরিস্ট...  
মানিব্যাগে তখনও তার পাঁচবছরের মেয়ের ছবি।  
আর ওদিকে সাগরদ্বীপে তখনও কেউ কোচিংফেরৎ,

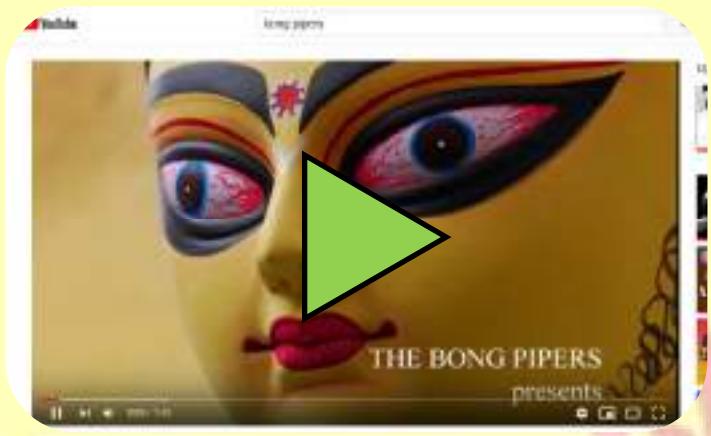
দাঁড়িয়ে আছে সন্ধ্যবেলা ঝলকটুকু দেখার আশায়।

তোমার সঙ্গে ডুবতে থাকার আদতে যে শান্তি আছে,  
তার সাথে আর কোনও কিছুর ধারেকাছেও তুলনা নেই।  
হয়তো তখন ঘাটের পাশে কৌতুহল আর খুব জটলা...  
তোমার বাবা এগিয়ে আসছে পাথর আমার মায়ের দিকে।  
এসব থেকে অনেক দূরে একফোঁটা না ধর্ম মেনে,  
আমরা দুজন অন্য একটা সোনাখুরি দেখতে এলাম।



# Mahishasuramardini

- by The Bong Pipers



[https://www.youtube.com/watch?v=bLXN\\_AmtMfM](https://www.youtube.com/watch?v=bLXN_AmtMfM)

An Ode to Devi Durga.

A tribute by The Bong Pipers to the festival of Durga Puja. This chant is almost 2500 years old. While it is sung throughout India with various melodies, we followed the tune prescribed by The Ramakrishna Mission.

Arrangement THE BONG PIPERS

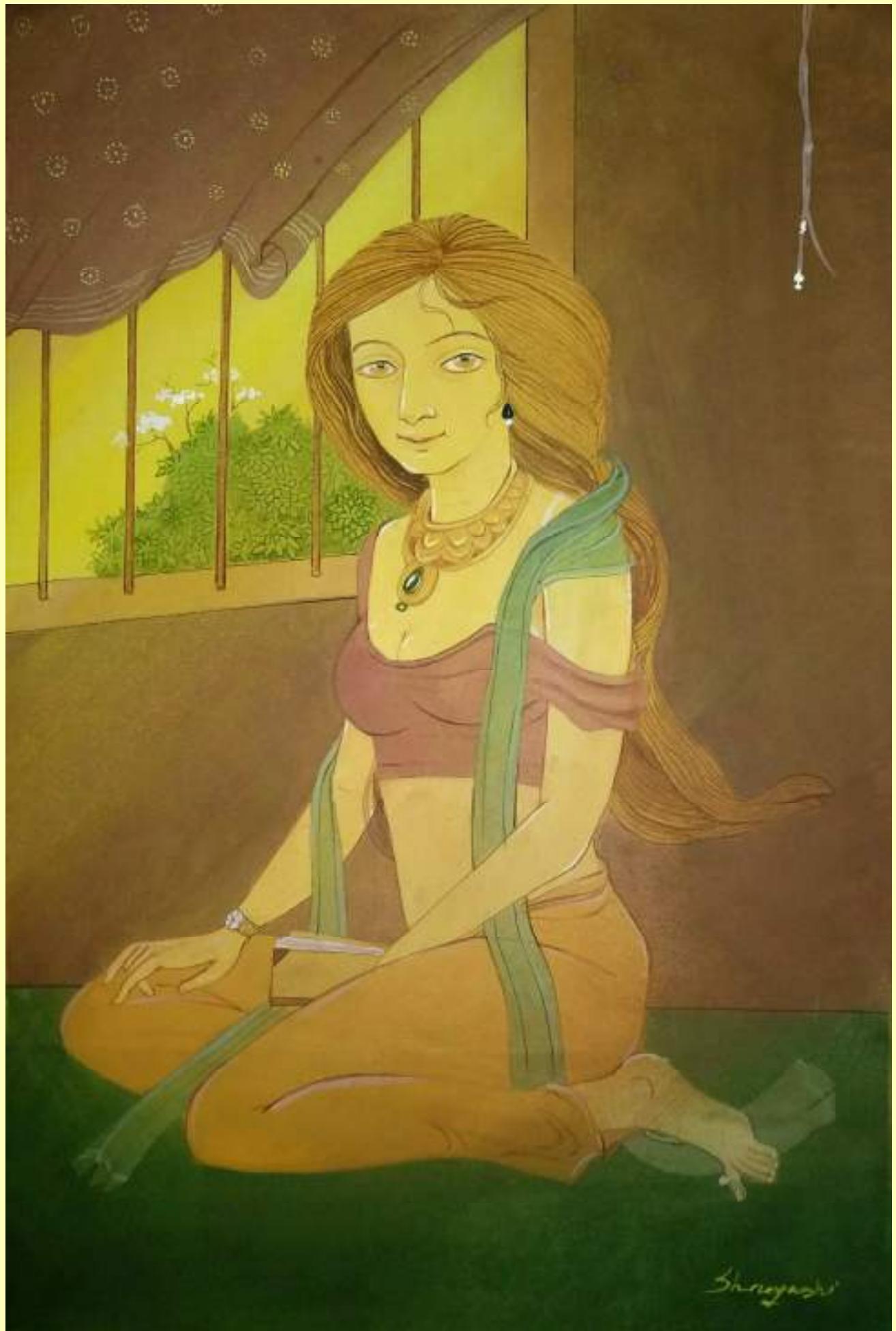
Vocals Madhumanti Priyanka Mondira Paramita  
Saoni Pankaj Soumya Subhranil Rick

Guitars Subhrani

Instrumentation & Sound Rick

DOP Tathagata

Special Thanks Saptak



## শ্রেয়সী বিশ্বাস

# একটুকৰো প্ৰকৃতি

... দেবাধ্য চন্দ্ৰবতী

গতকালের দিনটা ভালো কাটেনি রাজের...সুমিত্রা আৱ ওৱ কথা  
বুঝলো না... চলে গেল... এখন হয়তো রাজের নাম সুমিত্রার  
কললিস্টের থেকে ব্লক লিস্টে বেশি মানায়।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে বাইক চড়ে গ্রামের পথে ছুটে চলেছে  
রাজ... বসন্ত প্ৰায় শেষ এখন..গৱনের রোদ বেশ জানানা দিচ্ছে  
তাৱ উপস্থিতি... একেৱ পৱ এক ক্ষেত্ৰে এগিয়ে চলেছে ও।  
কিছুদূৰ গ্রামের আঁকাৰ্বাঁকা পথ দিয়ে যাবাৱ পৱ..সামনেই পড়ল  
একটা মাঠ মতন জায়গা..পাশেই একটা ছোটো পুকুৱ..আৱ  
তাৱপাশে পুকুৱ পাৱে..একটা রাধাচূড়া আৱ কৃষ্ণচূড়া একসাথে  
জড়িয়ে উঠেছে... হলুদ আৱ লাল কমলা ফুলে ভৱে গেছে গাছ  
দুটো..ঠিক মনে হচ্ছে গায়ে হলুদেৱ সময় নতুন বউ হলুদ লাল পাৱ  
শাড়ি পড়ে দাড়িয়ে আছে।

বাইক থেকে নেমে গিয়ে রাজ এগিয়ে গেল... আঁকাৱ থাতা আৱ  
ক্ষেত্ৰে পেঞ্জিল তাৱ সাথে সব সময় থাকে....থুব আঁকতে ইচ্ছা  
কৱছে। গাছেৱ তলায় বসে পেঞ্জিল হাতে আঁকতে শুনু কৱলো...  
একটা মেয়েৱ বিয়ে হচ্ছে এই রকম দুটো গাছেৱ তলায়... চারপাশে  
কটা মাত্ৰ লোক।আৱ প্ৰকৃতি শান্ত চিত্তে সেই অনুষ্ঠান প্ৰত্যক্ষ  
কৱছে।বেশ কিছুক্ষণ ধৰে মন দিয়ে ছবিটা আঁকাৱ পৱ রাজ  
ছবিটা ভালো কৱে মেলে ধৰল... মেয়ে টাৱ মুখটাৱ সাথে সুমিত্রার  
চাহনি যেন মিলে যাচ্ছে.. ঠিক যেন ওৱ মতন... ছবি টাৱ দিকে  
মন দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো রাজ। দমকা বাতাসে  
একটা কৃষ্ণচূড়া ফুলেৱ পাপড়ি এসে পড়ল তাৱ ছবিৱ ওপৱ...সেটা  
হাত দিয়ে তুলে নিয়ে রাজ সেটা মেয়েটাৱ ঠিক সিথিৱ মাঝে রেখে  
দিল... সাক্ষী থাকল কেবলমাত্ৰ একটুকৰো প্ৰকৃতি.....

# Love Shuv er Goppo: The Insane

... ৱিয়েল নিল মিডিয়াওয়ার্কস



<https://www.youtube.com/watch?v=c3xF8x7MpL8&t=537s>

when possessiveness extend or surpass its limit in a relationship named love then does the life survives or it struggles to maintain its survival?

CAST: Dipanwita Chakraborty as the Wife Molay  
RoyChoudhury as the Husband

CREATIVE HEAD: Jeet Ghosh  
Dipanwita Chakraborty

PRODUCTION MANAGER Akash Kakkamani

CINEMATOGRAPHY Jeet Ghosh Akash Kakkamani  
Dipanwita Chakabarty Arindam Naskar

STILLS Dipanwita Chakraborty Akash Kakkamani  
EDIT Jeet Ghosh Arindam Naskar

MUSIC Tammy Ayan

# নীরার জন্যে পাহাড়তলি

...সায়ক চক্ৰবৰ্তী

এই শীতে একটা পাহাড়তলিতে বাসা নিয়েছি আমরা,  
 পোয়াতি মেঘ এবং বিকেলের নিয়ন আলোর সাথেও রীতিমত চুক্তি  
 সেৱে রেখেছি,  
 ভাবনার মধ্যে সমেজ আৱ স্কচেৱ পৱিকল্পনাও রায়েছে,  
 তবে কুয়াশাৱ চিন্তা বিশেষ কৱছিলা আপাতত।  
 মাসদুয়েক চোখ বুজে কফিৱ সাথে ভাব জমানোৱ প্ৰয়োজন বোধ  
 কৱছি এবছৱ আমৱা দুজন।  
 নীৱাৱও একই মত!

খোলা বারান্দাৱ সাথে একাঞ্চ হওয়াৱ কথা ওৱ মনেও এল হঠাৎ।  
 নিউ ইয়াৰে রোদ আৱ প্যারিসেৱ বিছানাৱ আদৱ একঘেয়ে হয়ে  
 উঠেছে,  
 নেশাতুৱ চোখে জানলাৱ অৰ্কিড আৱ সোনাখুৱিৱ পাতাৱ মধ্যে পাৰ্থক্য  
 সামান্যহৈ।

তাই,  
 বৃষ্টি আৱ খাদেৱ রেলিং এৱ পাশে দাঁড়িয়ে গাঢ় চুম্বনেৱ পৱিকল্পনাই  
 আমাদেৱ ঠোঁটে প্ৰাসঙ্গিক আজ।।  
 একজীবনেৱ ভালবাসা ঝোলায় পুৱে,  
 নীৱাৱ সাথে সাংসাৱিক চুক্তি সেৱে এবাৱ শুধু বেৱিয়ে যাওয়াৱ  
 পালা!

"আদৱঞ্চণ, ওভাৱকোট আৱ দুমাস কাটিয়ে খাদেৱ চাদৱেৱ আদৱে  
 রেখে আসব নীৱা তোমায়!"

"মৃত্যুকে উপহাৱখুড়ি, নিজেকে ভৱসাখুন আৱ তোমায় গ্ৰীষ্মেৱ শুভৱাত্ৰি  
 জানাতে,  
 এই শীতে পাহাড়তলিতে আমৱা বাসা নিয়েছি, নীৱা!"

# জানা অজানার টুকিটাকি

## ...আকাশ ভট্টাচার্য

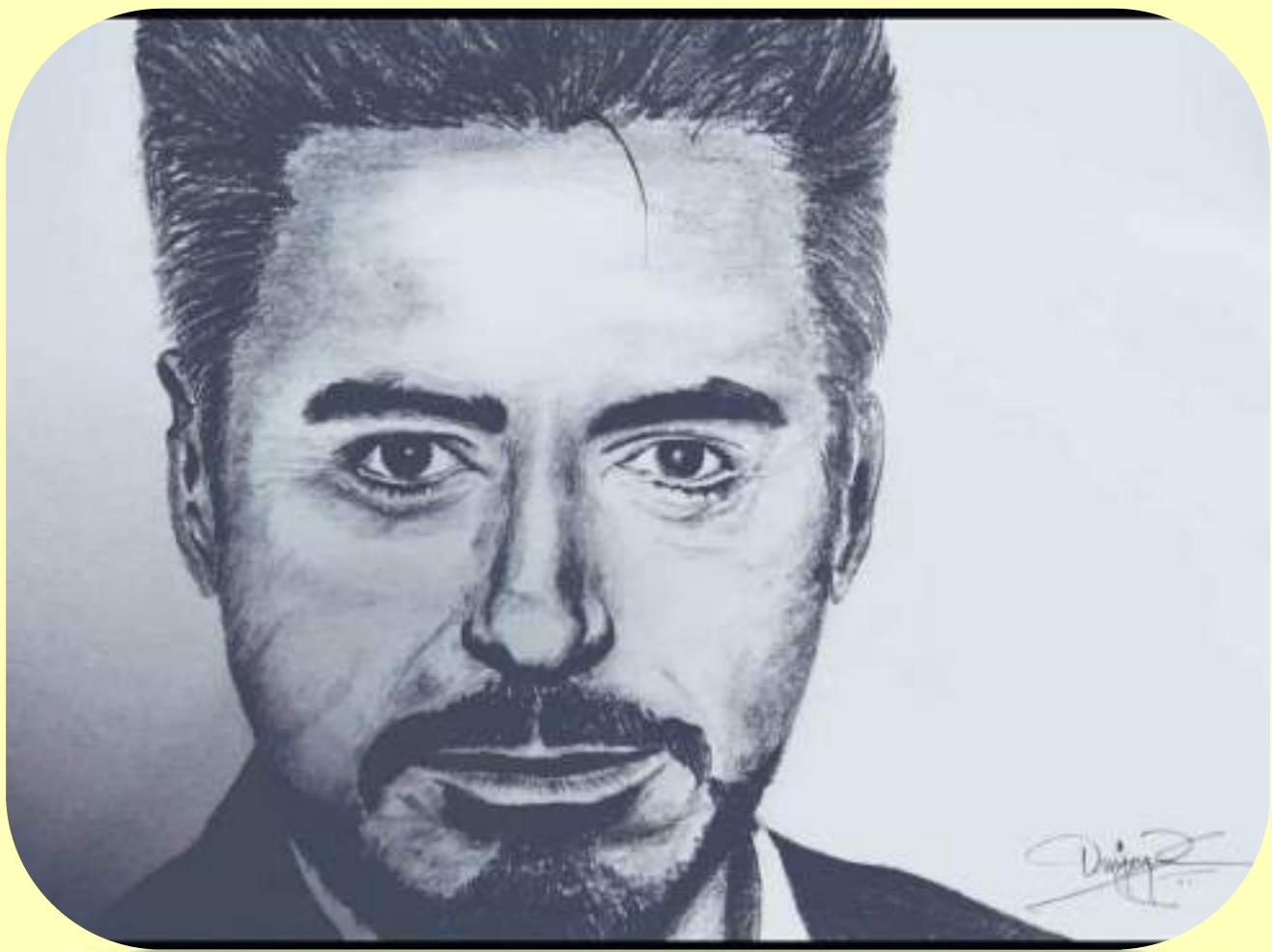
Night Blooming Cereus

Hylocereus undatus



এই প্রজাতির ফুলটি Night Blooming Cereus নাম  
পরিচিত , বাংলায় এটিকে নিশিপন্থ বা ব্রহ্মকমল বলা যেতে  
পারে. এটি শুধুমাত্র বছরের কয়েকটি বিশেষ দিনে শুধুমাত্র  
একটি রাতের জন্য ফোটে এবং তোরের আগেই কুঁকড়ে  
যায় .

তবে ভারতে এটি ব্রহ্মকমল নামে পরিচিত (প্রজাপতি  
ব্রহ্মার নামানুসারে) রাতের এই ফুলটি অত্যন্ত মিষ্ট  
গন্ধযুক্ত .



দুর্জয় দত্ত চৌধুরী

# ফিরে দেখা

শোনো

<https://www.youtube.com/watch?v=wxcEY94aQCU>



বড় বড় ভালো

<https://www.youtube.com/watch?v=2k6BqpI31So&t=4s>



ইচ্ছা

<https://youtu.be/dyn7g9Z4iR8>



# আমায় একটু সময় দেবে

— অনামিত্র বিশ্বাস

আমায় একটু সময় দেবে ?  
লাগেজ তুলে দিয়েছি বগিতে  
ড্রাইভারকে পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছি  
হাতের ক্লেকটা শেষ করার জন্য  
চলে যাচ্ছি, যদি দাঁড়াতে পারি,  
ও দেশেই থেকে যাবো,  
ফিরবো না আর,  
চলো না, মাঝখানে এতগুলো দিন যা হ'য়েছে,  
সব ভুলে, সাময়িক ভাবে অন্তত,  
প্রথম দিনের সেই গানটা ধ'রি আমরা।  
ভাবছো, ছেলেমানুষি করছি,  
আমার জন্য যদি প্রীতি না হোক,  
মেঝে থেকে থাকে, মেয়েদের যেটা স্বভাবসিদ্ধ,  
তবে আমার ছেলেমানুষিকে আর একটু প্রশ্ন দাও।  
না হ'লে ভাবছো, আমি স্বার্থপর  
তা ভাবো, স্বার্থপর আমি সত্যই  
নইলে কেন তোমায়  
দূর থেকে দেখেই চোখ জুড়োয়নি,  
কেন.....কেন.....কেন.....  
এই কয় বছরে কম কি  
তচ্ছন্দ করেছি তোমার জীবন ?  
আজ বড়ো মনে পড়ছে  
সেই গানটার কথা আমি ধরছি, তুমিও গাও,  
"আনন্দ আজ কীসের ছলে কাঁদিতে চায...."  
না হয় চলো গিয়ে দাঁড়াই

সেই পুরনো বাড়ির দেড়তলার ছাদে  
একসাথে যেখানে সেই যে পঞ্চমীর দিন  
তুমি এলে, তার পর দিন সকালে  
আমাদের সেই প্রথম দেখার দিনে-- আমি  
jarএ ক'রে জল ঢালছিলাম মানিপ্ল্যান্টে,  
আমার শথের অর্কিডের পাতার ডগায়  
জল, সেটা অবশ্য শিশিরের কলকাতার  
এই পাড়াটার মোড়ের মাথায় সূর্য তোয়ালে  
দিয়ে ভেজা জড়ানো চুল মুছতে মুছতে  
তুমি এসে দাঁড়ালে দেড়তলার ওই  
চিলেকোঠার দরজায় কালো জামার ওপর  
olive-green শাড়ি পরে ঠিক আমার আর্দ্র  
মানিপ্ল্যান্টের মতো।





দেবলীনা নস্কর



କୃପମ ରାଜା

# বিপাশা

...অভীক দত্ত

১।

বিপাশার সাথে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল টিউলিপ গার্ডেনে।  
প্রথমে দেখে মনেও হয় নি ও বাঙালি। কাশ্মীরি মেয়েদের মত  
করে মাথায় শাল জড়িয়ে সেলফি তুলে যাচ্ছিল একা একা।  
আমি চুপচাপ বসে ছিলাম একটা চিনার গাছের তলায়।  
শ্রীনগরে নেমেই ঠাণ্ডা লেগে গেছিল, মাথা ধরে আছে, জ্বর  
জ্বর ভাব। ভেবেছিলাম হোটেলেই থেকে যাব কিন্তু ট্যুর  
অপারেটর বলল “দাদা টিউলিপ গার্ডেন লোকে দেখতে পায়  
না আর আপনি বলছেন কাটিয়ে দেবেন? এলাকায় ফিরে মুখ  
দেখাতে পারবেন না যে!”

শেষমেষ প্রথমে একটা ইনার, তার ওপর জামা, তার ওপর  
সোয়েটার তার ওপর একটা লেদারের জ্যাকেট পরে চলে  
এলাম। হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রথমেই টিউলিপ গার্ডেনে নিয়ে  
এল। পার্কিংয়ের জায়গা থেকে এক কিলোমিটার হেঁটে তুকতে  
হয়। হাঁটার সময়েই বুঝে গেলাম এসে ঠিক করি নি। রেস্ট  
নিয়ে নিলেই হত। হাঁচি হচ্ছিল যদিও কিন্তু চারদিক দেখে মুঞ্চ  
না হয়েও উপায় ছিল না। বিভিন্ন রঙের টিউলিপ ফুটে আছে।  
গোটা এলাকা জুড়ে একটা শান্ত সমাহিত ভাব। তার সাথে  
ঠাণ্ডাও। এপ্রিলেও যে এখানে এত ঠাণ্ডা থাকবে তা কে বুঝতে

পেরেছিল! হেঁটে বেশ ক্লান্ত লাগছিল। জ্বর আসছে বোৰা যাচ্ছিল।  
এক দোকান থেকে জল কিনে পকেট থেকে ক্যালপল বের করে  
খেলাম। তারপর বাগানের মাঝখানে এসে বসলাম।

আর তারপরেই বিপাশাকে দেখলাম। কয়েক হাজার ফটো তুলে  
ফেলল মনে হল টিউলিপ ফুলগুলোর। সব বেঞ্চিগুলোই ভর্তি ছিল  
আমারটা বাদে। চারদিক দেখে বসে পড়ল। আর ছবিগুলো দেখে  
নিজেই বলে যেতে লাগল “ঈশ, এসব কি আর ক্যামেরায় ধরা  
পড়ে?”

আর তখনই আমি বুবলাম মেয়েটা বাঙালি। আর তখনই আকাশ  
বাতাস কাঁপিয়ে হ্যাক্ষে এল।

জোর শব্দ করে দু তিনটে হ্যাক্ষে দিলাম। ভিতর থেকেই বেরিয়ে  
এল “বাপ রে। মৱলাম এবার”।

দু চারটে কাশ্মীরি কাপল ছিল চারপাশে। বাঙালি ট্যুরিস্টের মধ্যে  
একজন বয়স্ক মহিলা পাশের বেঞ্চিতে বসে ছিলেন। আমার হাঁচির  
শব্দে চমকে সবাই একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। বিপাশা  
আমার দিকে তাকিয়ে বলল “আপনি অল ডে থাবেন? হাঁচিটা কমে  
যাবে”।

আমি ওর কথা শুনে অবাক হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকালাম।  
এরকম হঠাত ওষুধ খাওয়ার প্রস্তাব কোনদিন পাই নি এর আগে।  
তারপর বললাম “সেটা কী ওষুধ?”

বিপাশা সেই একই রকম উৎসাহের সাথে বলল “অ্যালার্জির ওষুধ।  
হাঁচি হলেই থাই আমি। সব সময় সাথে আছে। থাবেন?”

আমি একবার ভাবলাম অজানা অচেনা জায়গায়, অচেনা কারও  
থেকে অজানা ওষুধ খাওয়াটা কি ঠিক হবে? তারপর ভাবলাম  
মেয়েটাকে দেখে তো ভাল বাড়ির মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে। থেয়েই

নি। বললাম “আজ্ঞা দিন”।

মেয়েটা অতি উৎসাহে ক্যামেরার ব্যাগ হাতড়ে ওষুধটা দিল। ছোট  
একটা ট্যাবলেট। জল ছিলই সাথে। চুপ চাপ গিলে নিলাম ওষুধটা।  
তারপর বললাম “থ্যাঙ্কস” বললাম।

মেয়েটা বাকি ওষুধের স্ট্রিপটা আবার ক্যামেরার ব্যাগে তুকিয়ে বলল  
“কলকাতা?”

আমি মাথা নাড়লাম, “না, শিলিগুড়ি”।

মেয়েটা বলল “আরিব্বাস। দারুণ জায়গা শিলিগুড়ি। আমি দুবার  
দার্জিলিং গেছি। শিলিগুড়িতে দুবারই একদিন করে ছিলাম। আজ্ঞা  
আমি বিপাশা। আপনি?”

আমি বললাম “উপমন্ত্র”।

বিপাশা বলল “কন্ডাক্টেড ট্যুর? আর কে কে এসছে”?

আমি হাসলাম “হ্যাঁ। তবে একাই এসছি”।

বিপাশা হেসে বলল “আরেহ। দারুণ ব্যাপার। আমিও কন্ডাক্টেড ট্যুরেই  
এসছি। তবে মাসীর সাথে। তিনি আবার শ্রীনগরে এসেই ইউরিক  
অ্যাসিড বাড়িয়ে পা ফুলে হোটেলেই থেকে গেলন। একা একাই চলে  
এলাম তাই। কী মিস করল তাই না? এটা একটা অদ্ভুত জায়গা।  
আমার তো ইচ্ছা করছে এখানেই থেকে যেতে”।

আমার হাঁচি এসে পড়ল। আরও পর পর তিন চারটে হল। সবাই  
যেভাবে পাগলের মত ফটো তুলে যাচ্ছিল, তাদের মধ্যে এরকম ভাবে  
হাঁচতে খারাপই লাগছিল। বিপাশার দেওয়া ওষুধও কাজ হয় নি মনে  
হচ্ছিল। বিপাশা খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বলল “আপনার  
মনে হয় অ্যান্টিবায়োটিক থেতে হবে। দেব?”

আমি হাঁ করে খানিকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। এ পাগল  
নাকি? চেনা নেই জানা নেই একটা লোককে অ্যান্টিবায়োটিক থাইয়ে

ଦିଜ୍ଜେ! ଏକଟୁ ସାମଲେ ବଲଲାମ “ନା ନା, ଆମି ଦେଖଛି କି କରା ଯାଯ”। ବିପାଶା ମାଥା ଦୁଲିଯେ ବଲଲ “ପାଗଲ ଭାବଛେନ ନାକି ଆମାକେ? ଆମି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତାରି ପଡ଼ିଛି। ଥାର୍ଡ ଇୟାର”।

ଶୁଣେଓ ବିଶେଷ ଆସ୍ତର ହତେ ପାରଲାମ ନା। ମୁଖେ ଅବଶ୍ୟ ବଲଲାମ “ଓହ, ଆଜ୍ଞା। ବେଶ ଭାଲ। ତବେ ଏଭାବେ ଦୂମ କରେ କାଉକେ ଅୟାନ୍ତିବାୟୋଟିକ ଦେୟ ଆମି ଦେଖିନି କୋନ ଡାକ୍ତାରକେ”।

ବିପାଶା ହାସିଲ “ସେଟା ଠିକଇ। ତବେ ଆପନାକେ ଏଭାବେ ହାଁତେ ଦେଖେ କେନ ଜାନି ନା ଖାରାପ ଲାଗିଲ ହଠାଂ। ଆଜ୍ଞା ଆମି ଆସି”।

ବଲେ ମେଯେଟା ହାଁଟା ଦିଲ। ଆମି ଅବାକ ହୟେ ଓର ଚଲେ ଯାଓଯାଟା ଦେଖିଲାମ।

ତାରପରେଇ ହଠାଂ କେନ ଜାନିନା ଖୁବ ମନ ଖାରାପ ହୟେ ଗେଲ। ହାଁତେ ଭୁଲେ ଗେଲାମ। ଯତକ୍ଷଣ ପାରି ବିପାଶାର ଚଲେ ଯାଓଯାଟା ଦେଖିଲାମ।

୨।

ଗୁଲମାର୍ଗେ ଆବାର ଦେଖା ବିପାଶାର ମାଥେ। ଦେଖା ହୋଯା ଛାଡ଼ା ଅବଶ୍ୟ ଉପାୟଓ ଛିଲ ନା। ପୌଛେ ଦେଖି ତୁମୁଳ ବୃଷ୍ଟି। ବୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟରେ ତୁଷାରପାତ ତୋ ଆଛେଇ। ଖାନିକକ୍ଷଣ ଆଗେ ଗାଡ଼ି ଆଟକେ ଦେଡ଼ଶୋ ଟାକା ନିଯେ ଏକଗାଦା ଗରମ ପୋଶାକ ପରିଯେ ଦିଯେଛେ କତଙ୍ଗଲୋ କାଶ୍ମୀରି। ଗାଡ଼ି ଥେକେ ନେମେ ଦେଖି ସେବ ପରେ ନଡ଼ିତେ ଚଢ଼ିତେ ପାରଛି ନା। ତାର ଓପର ବୃଷ୍ଟି। ଭାଗ୍ୟ ଛାତା ଏନେଛିଲାମ। ଟ୍ୟୁର ଅପାରେଟର ବଲଲ “ଦାଦା ମୋବାଇଲେ ତୋ ପାବ ନା କାଉକେଇ, ମୋଟାମୁଟି ଘନ୍ଟାଥାନେକ ଘୁରେ ନିନା। ମନେ ହ୍ୟ ନା ରୋପଓୟେ ଅବଧି ପୌଛିବେ ପାରିବେନ। ମେକ୍ଷେତ୍ରେ ଏଥାନେଇ ଚଲେ ଆସିବେନ”। ଆମି ଛାତା ନିଯେ ଏକଟୁ ଏକଟୁ କରେ ହାଁଟିତେ ଶୁରୁ କରିଲାମ। ଉପତ୍ୟକାଟା ପୁରୋ ବରଫେ ଢକେ ରଯେଛେ। ବୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟରେ କଯେକଜନ ଅତି ଉଠିମାହି ଦେଖି ସ୍ନେଜେ ଚଢ଼ିଛେ। ଗାମବୁଟ୍ଟି ପରିଯେ ଦିଯେଛିଲ ଓରା। ଆମି ସେଟା

নিয়েই বরফে নামলাম। নরম বরফ। ভয় হচ্ছিল পা ডেবে না যায়, থানিকক্ষণ হাঁটার পর বুঝলাম চাপ নেই, বরফের নীচে মাটি একটু দূরে হলেও আছে। বেশ থানিকটা হেঁটে মনে হল এবার ফিরে যাওয়াই ভাল। অকারণ এই হাঁটাটার দরকার নেই। একটু দূরে দাঁড়িয়ে লোকেদের পাগলামি দেখাটাই ভাল। সেটা ভেবে ঘুরতেই দেখি বিপাশা এদিকেই আসছে। আমাকে দেখে ওখান থেকেই চেঁচাল “আপনার হাঁচি কমেছে? না কমলে আবার বরফে নামতে গেলেন কেন?”

আমি চেঁচিয়ে কিছু বললাম না। ওর আসার জন্য অপেক্ষা করলাম। মোটামুটি কাছে আসার পরে বললাম “আপনার মাসীর ইউরিক অ্যাসিড ঠিক হয়েছে?”

বিপাশা বলল “পুরোটা না। এসছে তবে গাড়িতেই বসে রয়েছে। ওই তো”।

হাত দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা সার সার গাড়িগুলোর একটা দেখাল সে। আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। বললাম “আমার ঠাণ্ডা লাগাটা আজ একটু বেটার। ওষুধ থাই নি অবশ্য। তবে আপনার ওষুধের প্রভাবে নাকি সেটা জানি না”।

বিপাশা একটা বিষ্ণু হাসি দিয়ে বলল “আমার ওষুধের প্রভাবেই হবে”। আমি হাসলাম। “তা হবে। আজ্ঞা, থ্যাঙ্ক্স”।

বিপাশা বলল “থ্যাঙ্ক্স ট্যাঙ্ক্স গুলি মারুন। চলুন একটু কফি থাওয়া যাক”।

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম এই সময়গুলো আমার খুব ভাল কাটছে। বিপাশার কথায় রাজি হওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না, কারণ আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম আমি নিজেই চাইছিলাম ওর সাথে আরও বেশ থানিকক্ষণ সময় কাটাতে।

কিন্তু সমস্যা হল ফিরব কী, তার আগেই একগাদা স্লেজচালক শুরু করে দিল “সাবজী চলিয়ে না, ম্যাডামজি অউর আপ কো ঘুমাকে

লাতে হে”।

আমি বুঝলাম ওরা আমাদের স্বামী শ্রী ভগবেছে। বিপাশা দেখলাম ব্যাপারটা এঙ্গয় করছে। আমাকে বলল “আমি এই ঠাণ্ডায় আর নড়তে পারছি না, তাড়াতাড়ি চলুন তো চা থাই। এদের কথা শুনবেন না, উত্তরও দেবেন না। আমাদের ট্যুর অপারেটর বলেই দিয়েছে এদের থেকে দূরে থাকতে”।

ওর কথামতই কাজ করলাম। ওই জায়গাটা ছেড়ে কফির দোকানের দিকে রওনা হলাম। তাতে এই স্লেজওয়ালারা বেশ বিরক্ত হল। চারটে কুকুরও শুনিয়ে দিল সন্তুষ্ট ওদের ভাষাতে।

কফি নিয়ে বসে বললাম “আপনি এই যে একা একা ঘূরছেন, আপনার মাসী কিছু বলেন না?”

বিপাশা বলল “বলে না আবার! তবে আমি পরিষ্কার বলেই দিয়েছি, বেড়াতে এসে কোন কথা শুনব না তোমার”।

আমি বললাম “আপনার বাবা মা?”

বিপাশা বলল “ছোটবেলাতেই মারা গেছে। মাসীর কাছেই মানুষ”।

খারাপ লাগল শুনে। সরি বললাম। বিপাশা কফি চুমুক দিয়ে বলল “সরি বলার কিছু নেই, আপনি জানবেন কী করে? আচ্ছা আপনি কী করেন?”

আমি বললাম “আমি ফরেস্ট সার্ভিসে আছি”।

বিপাশা চোখ বড় বড় করে বলল “ওয়াও। এটা তো দার্কণ রোম্যান্টিক ব্যাপার। আপনি বাষ দেখেছেন?”

আমি হেসে ফেললাম। ফরেস্ট শুনেই সবাই বাষ দেখার কথা বলে কেন! বললাম “হ্যাঁ তা দেখেছি”।

বিপাশা উৎসাহিত হল “আচ্ছা ভাবুন তো, এখানে এরকম বৃষ্টি হচ্ছে, চারদিক বরফে টেকে গেছে, ঠিক এই সময় দু চারটে বাষ

চলে এল এখানে? কেমন রোম্যান্টিক ব্যাপার হবে তাই না?”  
আমি অবাক হলাম “রোম্যান্টিক ব্যাপার? মানে বাঘ এলে তো  
অনাসৃষ্টি হয়ে যাবে!”

বিপাশা বলল “কেন অনাসৃষ্টি হবে? বাঘ আসবে, তারপরে...”  
কথাটা শেষ করতে পারলাম না। তার আগেই আমার ভীষণ ঘুম চলে  
এল। কখন যে ঘুমিয়ে

পড়লাম মনে করতে পারলাম না আর।

৩।

ঘুম ভাঙল একটা ছোট ঘরে। সামনে একটা টেবিল। মাথার ওপর খুব  
কম পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বলছে। হাত পা বেঁধে চেয়ারে বসানো  
আমাকে।

একটু পরে তিনজন তুকল। আমার সামনে চেয়ার টেনে বসে একজন  
বলল “এই যে রিয়াজ থান, ওরফে আরিফ ওরফে আলতাফ ওরফে  
ডেভিড ওরফে উপমন্য সেন। বুদ্ধিটা ভালই ছিল। আর পাঁচটা  
লোকের মত একা একা কাশ্মীর ঘূরতে আসার ছুতো করা। তা ঠিক  
আছে। যা করেছিস করেছিস। এবার বল মার দিতে হবে না সত্যি  
সত্যি সব বলবি? কাশ্মীরে কার সাথে দেখা করতে এসছিলি?”  
ক্লান্ত লাগছিল খুব। বেশ কিছুক্ষণ ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম  
“বিপাশাকে আনুন। তাহলেই হবে, আর কিছু করতে হবে না  
আপনাদের”...

## অক্ষন : অডিও ভিস্যুাল



<https://www.youtube.com/watch?v=kAwDps7jWcE&feature=share>



Video created by :  
রূপম রাণা

## এক পিনকোড়ের রাজকন্যা

...জিৎ ঘোষ

চুমুরা যখন বাঁধছে ঘর , হামির খুঁটিতে,  
 অউহাসিরা মুখ লুকোছে মুচকি হাসিতে;  
 সময়ের কাটার যখন আবদ্ধ গান্তীর্থে  
 ঠিক তথনি, ঠিক তথনি---

এক কাল্পনিক দুঃখপথ ধরে নেমে আসে,  
 কোনো ঝাঁকড়া কেশের পরীদের রানী;  
 যার কাছে কিছু থমকে যাওয়া গল্পদের  
 অন্যায়সেই আরো একবার চালু করা কোনো বড়ো কথা  
 নয় ,  
 বড়ো কথা নয় কোনো এক বধির হওয়া ঠোঁটকে  
 জলজ্যান্ত উপন্যাসে আরো একবার রূপান্তরিত করা ;  
 বড়ো কথা নয় কোনো গ্রীষ্মের ঘর্মাঙ্গ সকালকে পালিয়ে  
 ফেলা

এক আশ্চর্য জলভরা ছাইরঙ্গের মেঘের কলসিতে ;  
 হ্য সেই পারে,হ্য শুধুমাত্র সেই পারে---

একটা আস্ত বিকেলের সূর্য থেকে নিংড়ে বের করতে  
 উঠতি সূর্যের রশ্মিকণা;  
 পারে সেই ভুল অক্ষরে ফেলে দেওয়া  
 বেসুরো সুরকে দেখতে তার নিজের পরিচয়  
 শেখাতে তার দামের রফাদফা,

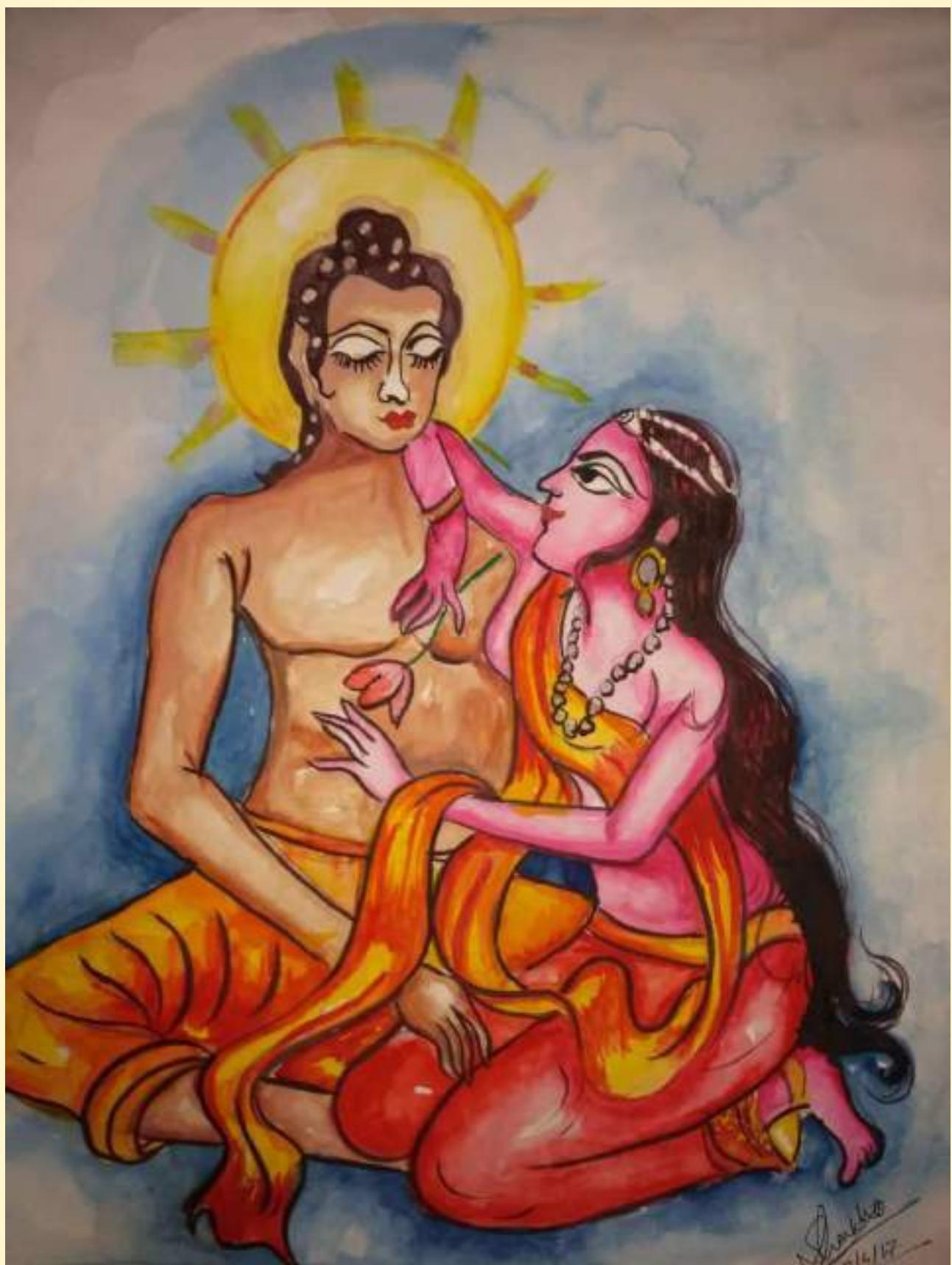
ঠিক যেমন আঙুলেরা খুঁজে পায় চাহিদার আঙুলগুলো  
 নির্বাসিত ঠোঁটদের যখন ছোঁয়া মেলে অবিক্ষিত নিষ্ঠাবানের,  
 আর যখন চামড়ার শৃঙ্গ আকর্ষিকতার দায়ে

দুজোড়া হাত পারি দিয়ে ফেলে জন্ম জন্মান্তরে ।  
নাহয় আজ রো একবার চেয়ে নিলাম  
তার থেকে সেই রাত ,  
চেয়ে নিলাম কল্পনার একরাশ আনাগোনা ,  
চেয়ে নিলাম না ইতি হওয়ার সব ব্যস্ত ভাবনা চিন্তা ;  
তবু কি সে হবে আমার?  
না কিছু লোকদেখানো সময়ের কাটার সাথে  
রেষারেষির জন্য নয়,  
নাই বা ভবিষ্যতের বলা গল্পের কোনো দূর দেশের রাজকন্যার  
সিংহাসনে তাকে স্থান দেওয়ার দায়ে  
না একদমই নয় ,  
তাকে তো চাই ঠিক গোলাপে যেমন লাল  
আজীবনের জন্য বাঁধে ঠিকানা;  
ঠিক যেমন আকাশের কোলাহলেরা তাদের আড্ডায়  
মিশিয়ে ফেলে গীলের আভা ;  
যেমন শ্বাস প্রশ্বাসে তুকে পরে অগুণ্ঠি ধুলোদের টল  
ঠিক তেমন ঠিক তেমন ভাবেই রাখতে চাই  
সেই রাতে দূরদেশের রাজকন্যাকে;  
যার কাছে যাত্রা শুরু করার জন্য চাই এক ঝাকুনি,  
যার কাছে আমি হবো সব থেকে দামি।  
কিন্তু সময় এখন যে খুব খটোমটো, খুব কঠিন  
হারানোর ভয় জন্ম নিচ্ছে প্রত্যেক মুহূর্তে  
বুড়ো হচ্ছে সম্পর্ক, মরছে ধরছে কল্পনাতে ;  
থমকে যেতে চাই এখানেই ,  
শুরু হোক আরো একবার,  
হাত ধরা যাক সেই দিনটারই মতো  
কমুক ভুল বোঝাবুঝি আরো একটা দীর্ঘ চুম্বনে;  
আশা করি তারও চাহিদা হোক আমারই মতো,

ভুলে গিয়ে সব ক্ষত

এ আমার জেদ,  
অভিমানের একরাশ নিষ্ঠ জমায়েত;  
শক্তিশালী সে, টের পাই  
বিরোধে তীক্ষ্ণতা খুবই তার ;  
তবু শ্রেয় আমার কাছে হার তাই স্বীকার করে নেওয়াতে  
কারণ ভয়ের করছে আলোচনা তাদের হারের,  
একই পিনকোডের সেই রাজকন্যাকে হারানোর তাগিদে  
আর তার সাথে করা অগুষ্ঠি খুনসুটি মার্কা অর্থহিন বিবাদে।।

.....



শঙ্গ ভট্টাচার্য

# একটা পালক

লেখনী : দেবার্ঘ্য চক্রবর্তী  
কর্তৃ : আকাঞ্চা দেবনাথ



<https://youtu.be/BkIcKj4EQ-Q>

তারা দেখেনি, তারা ভাবেনি  
 তারা বোঝেনি, তারা বলেনি;  
 ব্যস্ত শহরের পাড়া বেপাড়া  
 বাস্তবের মিছিলপিষ্ট শক্ত জমি;  
 তবু তারই মাঝে অজানা ইশারা রয়ে গেছে  
 রয়ে গেছে একটুকরো নরম মাটি।

অপেক্ষাতে কোন বাহানার  
 ওরা দেখেছিল, ওরা ভেবেছিল,  
 ওরা বুঝেছিল ওরা বলেছিল,  
 সময় অসময়ে দুই শত্রুর নৌবহর,  
 হারিয়ে যাওয়া দুই বন্ধু  
 সম্পসিক্কু পার করে চেনা ঘরের চাবি,  
 খুঁজে পেয়েছিল সেই নরম মাটির ওপর,  
 উড়তে থাকা পায়রার দলে  
 প্রেমমাখা একটি সাদা পালক।



সূজিতা দাস

## ରାଷ୍ଟ୍ର

ଲେଖକୀ : ମାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ କର୍ଣ୍ଣ: ଦେବାର୍ଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ



<https://youtu.be/FSRNwyPQ5kA>

ଆଲୋ ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େଛେ,  
ଭେଜା ରାଷ୍ଟ୍ରାର ଗାୟେ ମାଥମାଥି ,ସବୁଟୁକୁ ଆଲୋ;  
ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳେର ଫୋଟା ଟପଟପ କରେ ଝରେ ପଡ଼େଛେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ।

ସବୁଟୁକୁ ଶାନ୍ତ.....

ତୁମି ଚେନୋ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରାଟା?

ଯେଥାନେ ଆଲୋମାଥା ବର୍ଷା ନାମେ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାୟ,  
ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରା.....

ରାଷ୍ଟ୍ରାଟା ମୋଜା ଚଲେ ଯାଞ୍ଚେ....

ରାଷ୍ଟ୍ରାଟା ପୌଛେ ଗେଲ ମୌଳାଲିର ମୋଡ଼,

ଏକଟୁ ଦାଁଡାଲୋ ରାଷ୍ଟ୍ରାଟା।

ଉଫ ! କତ ଲୋକ,କତେ ବାସ ଛୁଟିଛେ ପିଂପଡ଼େର ମତ,

"ଆମାକେ ଏକଟୁ ଜାଯଗା ଦାଓ,ଏକଟୁ ଜିରୋଇ।"

ଆବାର ଛୁଟିଛେ ରାଷ୍ଟ୍ରାଟା...

এইতো সল্টলেক, রাজারহাট, এইতো দমদম...  
উঁচুউঁচু শহরের বন্ধি থেকে বেরিয়ে আসা  
আলোমাখা মেঘের নীচ দিয়ে ছুটছে সে।  
শহরের বুক চিরে রাস্তা পৌঁছে গেছে শ্যামবাজার,  
নেতাজীর মুর্তিটায় পা ছুঁইয়ে মোড় ঘূরল..  
একটা দুটো ঝটকা, এই তো শোভাবাজার, রাস্তাটার হঁস নেই...  
সাপের মতন এদিক থেকে ওদিক,  
বেঁকেচুরে এগোছে সে..

মাঠের মতন শহরটাকে নিয়ে কাটাকুটি খেলছে রাস্তাটা....।

হঠাত দুভাগ হয়ে গেল,  
আরো দুভাগ, আরো, আরো, আরোও.....

রাস্তাটা এখন অনেকগুলো গলি,  
উত্তর কলকাতার বাড়ি গুলোকে পেঁচিয়ে ফেলতে ফেলতে  
গলিগুলো হঠাত দক্ষিণে...

ঐ তো যাদবপুর, ঐ তো, ঐ দেখা যাচ্ছে বালিগঞ্জ,  
যে চায়ের দোকানির আজ বিক্ৰিবাটা কম,  
তার বাড়ির পাশ দিয়ে গলিগুলো আবার রাস্তা হয়ে গেল...  
বৃষ্টি নামছে, আবার, কলকাতাগ্রাম ভাসিয়ে রাস্তা কাঁদানো বৃষ্টি!

## ଆଶାହତ ନବୀନ

...ରାଜର୍ଷି ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ

ସାଁଘବାତି ଆଜ କାଲିମାଲିପ୍ତ ଗଗନେ  
 ଆଉସମର୍ପନରତା,  
 ବାଦୁଡ଼େର ଡାନାୟ ତାର କାତର ଆର୍ତ୍ତି !  
 ମୂଳତାନି ସୁରେ ଆଜ ଯେନ ଆପନାବେଗେ ମେ  
 ବହମାନ...  
 ଫେରାନି ମନେର ତାଇ ନେଇ ଅବସର... !

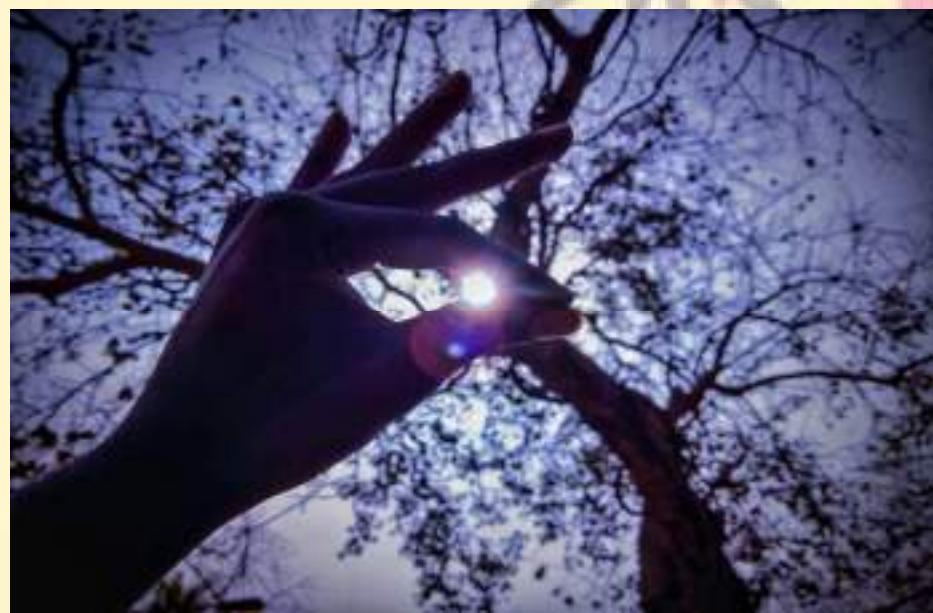
ଆର ମେହେ ଡାନାଛେଡା ଧାସସବୁଜ ଟିଯାର କାନ୍ଦା,  
 ଶୁନତେ କି ପାଓ ?  
 ହେ ପ୍ରିୟ ନବନବୀନେର ଦୂତ, ତୋମାର ଲୋହିତାକାଶେ  
 ଉଞ୍ଜଳ ମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜ ଅସ୍ତ୍ରମିତ,  
 ଗଙ୍ଗଚିଲେର କାନ୍ଦାୟ, ଶକୁନୀର କୁଟୁମ୍ବାୟ ଥୁବିଥିଓ  
 ଆଜ !  
 ତବୁ ଏ ଯେ ଶୋନା ଯାଯ ଦୂରେ, ବହଦୂରେ, ଆରଓ  
 ଦୂରେ...  
 ନବଜୀବନେର ବାର୍ତ୍ତାବହ  
 ସାଦାପାୟରାର ଦୁଚୋଥେ ମେଶେ ନତୁନେର ଆନନ୍ଦ...

ଆଶାହତ ନବୀନେର ବୁକେ ବାଜେ ନତୁନ ଆଶାର  
 ବାଜନା !



জীবনের ছবি  
গল্প

...দওত্রেও দাস



## ରୋବବାର

ସ୍ଵପ୍ନିଲ ହାଲଦାର

ରୋବବାର ସକାଳ। ମନଟା ଖୁବ ଭାଲୋ ଆଛେ ସୁଦୀପ୍ତାର। ସୁଦୀପ ଆଜ ଯେଣ ଏକଟୁ ଆଲାଦା। ନିଜେ ଘୂମ ଥେକେ ଡେକେ ଦିଲ, ନିଜେ ହାତେ ବ୍ରେକଫ୍ଟ ବାନିଯେ ଆନଲ। ଏମନକି ବ୍ରାଶେ ପେସ୍ଟ ଓ ଲାଗିଯେ ଏନେ ଦିଲ।

ଚଲ, ଆଜ ସିନ୍ମେ ଦେଖେ ଆସି, ଏକଟା ଭାଲ ମୁଭି ଏମେହେ ପରଣ୍ଡ।

- କି ବ୍ୟାପାର ହେ ରୋମିଓ? ଆଜ ଯେ ବଡ଼ ଖୁଶ ଦେଖଛି? ପ୍ରମୋସାନ ଏମେହେ ନାକି?

- ନା ନା, ଆସଲେ ତୁମି ତୋ ଜାନୋଇ ଏତଦିନ ଅଫିସେ କି ଚାପ ଛିଲ। ତୋମାକେ ଏକଟୁଓ ସମୟ ଦିତେ ପାରଛିଲାମ ନା। କାଳ ଶେଷ ହଲ, ତୋ ଏଥନ ଏକଟୁ ବ୍ୟାପାର ଦିକେ ନଜର ଦେଓଯା ଯାକ। ହେହେ।

- ଥାକ ହେଯେଛେ, କାଜ କେମନ ହଲ?

- ବସ ତୋ ଖୁବ ଖୁଶି, ଦେଖି ପ୍ରମୋସାନଟା ପେଯେ ଗେଲେଓ ଯେତେ ପାରି। ଆର ତୋମାର ଅଫିସେ?

- ଆର ବଲ ନା, ଚାପ ପ୍ରଚୁର । ତାର ଉପର ଶ୍ୟାମଲୀ ଠିକ ବସକେ ହାତ କରେ ନିଯେଛେ। ମୁଭି ଦେଖିତେ ଯାଯ, ବସେର ବାଡ଼ିତେବେ ଯାଯ। ବୁଝିତେଇ ପାରଛ, ସବଇ ଉପରେ ଓଠାର ଧାନ୍ଦା।

- ଓଇ, ତୋମାର ସେଇ ପୁରନୋ ସ୍କୁଲେର ବନ୍ଧୁ, କି ଯେନ ନାମ, ହଁଁ, ଦୀପ୍ତ । ଓ ତୋ ଦେଖିଲାମ ତୋମାଦେଇ ଅଫିସ ଜଯେନ କରେଛେ। ଫେସ୍ବୁକେ ଦିଯେଛେ।

- হ্ম, ২ মাস।

- কথা হয়নি?

- হ্যাঁ, হয়েছে।

- ছেলেটা কেমন?

- ভাল

- ও।

বাই দা ওয়ে, কোন হলে যাবে? সাউথ সিটি না কোয়েস্ট?

- যেটা খুশি।

- ও, আর শোন, আজ কিন্তু আমরা বাইরেই থাব লাঞ্চ, দেন মুভি, তারপর শপিং, তারপর একটা ক্যান্ডেল লাইট ডিনার অর্ডার দিয়েছি। ঠিক আছে?

- হ্ম।

- কি হল তোমার?

- কিছু না। তোমায় আজ অন্য রকম লাগছে।

- কাজ শেষ, তাই, মুড ভালো। ওই তোমার মনে আছে, তুমি আমায় বিয়ের রাতে বলেছিলে, আজ থেকে আমার চারপাশে লক্ষণ রেখা হলে তুমি।

- হ্যাঁ।

- আর সেই একবার একটা মেয়ে আমার ডিপিতে লাভ দিয়েছিলো

বলে তুমি তাকে ইনবক্সে কত কিছু বলেছিলে?

- হ্ম।
- আচ্ছা, আমাদের প্রেমটা বেশী ভাল ছিল? নাকি বিয়েটা?
- কি জানি।
- সেই সেবার, কোলাঘাটে চলে গেছিলাম তোমার সাথে, শুধু নদীর ধারে তোমার কোলে মাথা রেখে শোব বলে?
- হ্যাঁ গো, এখনও মনে পড়ে দিনগুলো।
- তুমি তখন বলেছিলে, এই কোল শুধু তোমার, আর কানুন  
একটুও না। ওই, মনে আছে?
- হ্যাঁ গো।
- কাজ, কাজ আর কাজ। বসের পাল্লায় পড়ে লাইফ বলে আর কিছু  
রইল না গো। তোমারও তো সেই একই অবস্থা।
- হ্ম।
- জানো, ঘূম থেকে উঠলে না তোমায় বিশাল কিউট লাগে।
- ধ্যাত, কি যে বলো না।
- মাইরি বলছি। বিশ্বাস করো, মাঝে মাঝে মনে হয় আমি খুব  
লাকি। আমার মতো একটা কুমড়ো কে কি করে হ্যাঁ বললে তুমি?
- ধূর, ভালবাসা তো ভিতর থেকে হয়, আর একবার হলে  
সারাজীবন থাকে।

- থাকে কি?

- মানে?

- না, এমনি, হ্যাঁ, আমি কিন্তু কলেজে তোমায় প্রপোজ করেছিলাম তুমি খুব সুন্দর দেখতে ছিলে বলে। তার পর টুক টুক করে সত্যি সত্যি ভালোবেসে ফেলি তোমায়। ওই, তুমি কেন আমায় হ্যাঁ বলেছিলে গো?

সুদিষ্টার ফোনে একটা নোটিফিকেশানের আওয়াজ তাদের নামিয়ে আনলো কল্পনার জগত থেকে

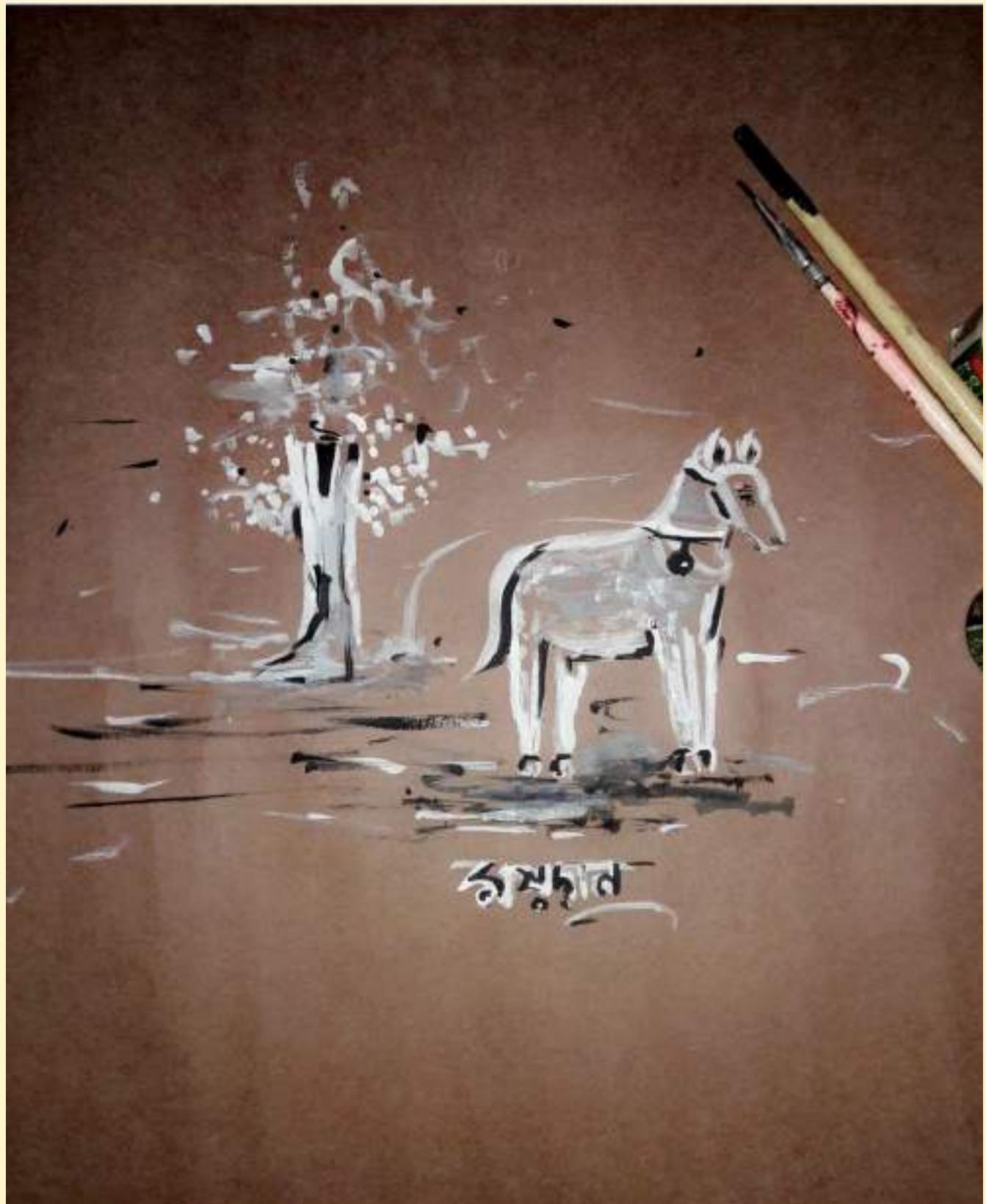
- চল চল, দেরী হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি স্নান করে রেডি হয়ে নাও। বেরোতে হবে তো।

বেরোতে বেরোতে ফিরে এল সুদীপ। গালে একটা চুমু থেয়ে বলল, তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি, শত রূপে শত বার। জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।।

সুদিষ্টা ফোন খুলে দেখল, নোটিফিকেশানে দীপ্তির মেসেজ, কি হল, সীন করেও রিপ্লাই দিচ্ছিলে না কেন? বর আছে নাকি?

খুলে দেখল, কাল রাতে দীপ্তির সাথে করা চ্যাট ডিলিট করতে ভুলে গেছে। ঘুমিয়ে পরেছিল সে। লাস্ট মেসেজ দীপ্তই করেছিল, সে আর দেখেনি, ঘুমিয়ে পরেছিল তার আগেই। দীপ্তির সুদিষ্টার কাছে ন্যূড চাওয়ার মেসেজ টা সীন হয়েছে ঠিক ১ ঘণ্টা আগে।

.....



ନେହ ମଜୁମଦାର

## কতো-উপকথন

-কৌস্তুঙ্গ দও

কোমল তোমার বাহুর ডোরে অসীম দেখে  
জোর...

দুলকি চালের চালক হলাম আবেশী আবেগে।  
আজকাল তো নচির চেয়ে প্রিয় শ্রীজাত,  
এসব বুঝি প্রেমের প্রকোপ? মেয়ে!  
আর শুনে যাও... প্রশংসা সব অতীত।

নতুন কবিঃ মনের মধ্যে কি-সব।  
যদিও হঠাত প্রকাশ পেল চোখে...  
অবুজ্জ্বল হয়ে থাকবে জেনো লেখক।  
যথন-তথন ফেরার হয়েছিলে,  
তোমার বাড়ি, তোমার মালিকানা।  
আবার যদি চাও কথনও ছুঁতে...  
পেতেই পারো আমার ঠিকানা।  
দিলাম বলে, যেমন সবাই দেবে...  
"প্রেয়সী খোদ হীরের অঙ্গুরী"।  
তারা তোমার স্বভাব মাপেজোকে,  
আমার মতো এখন পাবে "খোরি" !

# লিখতে আসাই দায়

...অনিবান মান্না

"বাবা গো, আপিসে এবার পনেরো দিন  
বেশী ছুটি জুগিয়েছি, তা মা আর তুমি  
আর কটা দিন অপেক্ষা করে যাও,  
শপিং টা এবার নাতির সাথেই না হয়"

-মা আসছেন, এদিকে ছেলে, বৌমা, আবার এবারের  
উপরি পাওনা মাস নয়ের বংশধর।

আসলে আজ বাঙালির কাছে এই দুর্গাপূজা  
কেবলই একটি উপলক্ষ, খান দশেক নতুন  
জামা, উপরি পাওনা একটা নতুন হ্যান্ডসেট  
যুটে গেলে তো একদমই মন্দ হয়না।

-সোজা ভাষায় টাকা উড়িয়ে ফুর্তি করার  
উপলক্ষ।

অথচ?

অথচ ইন্ডাস্ট্রির দিকে তাকিয়ে দেখো  
কাঁপিয়ে দিচ্ছে যাস্ট, ভেতো-বাঙালির  
মনের ঠিক কোন কোনের, কতটা গভীরতায়  
নেশা ছাড়াও নস্টালজিয়া লুকিয়ে,

সেটা  
যাস্ট দুই ঘণ্টায় ধরা দিচ্ছে, কিন্তু

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ থেকে বিজয়ার সিঁদুর খেলা  
সবটাই ডুবছে ধিরে ধিরে ।

যেভাবে সেবার কামদুনি থেকে  
রথতলায়, বন্ধুর বাড়িতে  
কোনো এক অপরাজিতার গল্প।

প্রতিবারের মতো এবারও আসলে  
প্রবন্ধের পংতি মিলিয়ে মিলিয়ে  
মা আসবেন।

হয়তো আসার সময় এক ঝুড়ি  
আলতা সিঁদুর, একমুঠো ভালবাসা।  
আর এদিকে এক মুঠো কাশফুল।

কলাবউ স্নান, থেকে পুষ্পাঞ্জলি  
পাঞ্জাবি আর ওদের কাজল আলতা।

এদিকে সিঁদুর খেলা থেকে  
ভাসানের উদ্যাম নৃত্য।

হয়তো এবার এপাড়ার ভালোলাগা  
ও পাড়ার ভালোবাসার বর্ষনে  
সিঙ্গ হয়ে ভেসে

যাবে সাগরে।

কিন্তু তা কি হয়?  
ভার্চুয়ালিটি কি সব ক্ষেত্রে  
রিয়ালিটি কে পায়?

আরে,  
সেটুকুই যদি মিলতো  
তবে তো ,  
লিখতে আসাই দায়।





জীবনের ছবি  
গল্প  
...আকাশ  
রঞ্জন নঙ্কন



## দুর্গারা বাঁচছে

ডালিয়েন বোস

ওহে শুনছো ? পুজো আসছে, মা আসছে । মা তো যায় না  
ফিরে যে নতুন করে আসবে ! মা কে খুঁজছো ? ত্রি যে বাষা  
মেয়েটা স্টেশনে ছোটো ভাইকে কোলে নিয়ে পথে ভিস্কে করছে,  
অথবা সিগন্যালে তোমার দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির জানলায় এসে  
কিছু বিক্রি করতে চাইছে.... তার মধ্যে মা কে খোঁজো ॥ ত্রি  
যে বৃক্ষাকে তার সন্তান বৃক্ষাশ্রমে রেখে দিয়েছে, যে বছরে  
একবারও পরিজনদের মুখ দেখে না.... তার মধ্যে মা কে  
খোঁজো ॥ যে মেয়েটা একা চাকরি করে পুরো পরিবারটা বহন  
করছে.... তার মধ্যে মা কে খোঁজো ॥ যে মেয়েটা পড়তে  
চেয়ে বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে এসেছিল.... তার মধ্যে মা  
কে খোঁজো ॥ যে মেয়েটা গৃহবধূ না থেকে চাকরি করার পর  
দিনের শেষে নিজের হাসি মুখ নিয়ে বাড়ি ফেরে.... তার মধ্যে  
মা কে খোঁজো ॥ যে নারী জীবনের অর্ধেকটা বন্দি থেকে  
রান্নাঘরে হলুদ মেথেছে.... তার মধ্যে মা কে খোঁজো ॥ যে  
মাসি সকালে বেড়িয়ে চার বাড়ি কাজ করে সন্তানের স্কুলের  
মাহিনে জোগাড় করে..... তার মধ্যে মা কে খোঁজো ॥ চোখ  
মেলে তাকাও.... দেখো ঘরে ঘরে হাজার দুর্গারা লড়ছে ,  
জিতছে, বাঁচছে । মা দুর্গার মতোই চোখ থেকে আগুন ঠিকরে  
বেরোছে তাদের ॥

.....



পিয়ালী পাল

# সন্ধিল

...অরিগ্র দও

ভালবেসেছিলাম তোমার ওই চোখ দুটো,  
 অষ্টমীর অঞ্জলিতে পড়েছিলে যেই শাড়ি  
 ভেবেছিলাম, আহা! এতো সাক্ষাৎ আমার পার্বতী!  
 দেখেছিলাম যথন তোমার ওই হাসি,  
 সত্তি বলছি, বিশ্বাস করো,  
 ভুলেগেছিলাম কে আমি!  
 আর কিছু লাগেনি তোমায় ভালবাসতে  
 পুজোর পাঁচটা দিন, দুটো চোখ, মিষ্টি হাসি  
 আর একটা শাড়ি,  
 এতেই গলে গেছিল আমার বুক।  
 আহা! এতো স্বর্গে এসেছি আমি,  
 তুমি কি কোন সুন্দরী অন্ধরা !  
 নাকি আমার পার্বতী।  
 মনে আছে দশমীর দিনের কথা,  
 দেখেছিলেম সিঁদুর খেলতে,  
 মুখ ভর্তি লাল সিঁদুরেও  
 তুমিই আমার রাণী।  
 জানতো সেদিন রাতে পেটে পড়েছিল সন্ধ্বার মদ,  
 পাঁচু কাকা এনেও দিয়েছিল কোথা থেকে যেন!  
 স্বপ্ন দেখেছিলাম তোমার আমার সুখের স্বর্গের।  
 সে স্বপ্ন ভেঙে যায় ঘূম ভাঙার সাথে সাথেই,  
 এবার তো 'বাড়ি' যাওয়ার পালা  
 এ তো কেবল পাঁচটা দিনের স্বর্গ।  
 কারণ,  
 তোমার ঘরে এসি চলে,  
 আর আমার সন্ধল,  
 টিনের দেওয়াল আর ভাঙা চাল।।



দেবলীনা নঙ্কর



# কালো সাদা জীবনের থাতা

...লীনা মহল



## এগারো

### ...বৈশাখী মেন

এক, দুই, তিন, ....ছয়, সাত,.....নয়, দশ, এগারো ...ওণে  
 ওণে ঠিক এগারোটা সিঁড়ি পেরোলেই দোতলার ল্যান্ডিং। সেখানে  
 টবে রাথা রাবার গাছের ঢাল ঢাল পাতাগুলোকে একটু আদর  
 করেই মেপে মেপে পাঁচ পা....ব্যাস, সোজা ধাঙ্কা শোবার ঘরের  
 দরজায়। রোজ দুবেলা ওণে না ওণেও অন্তত বার পঞ্চাশেক এই  
 ধরাবাঁধা পথে ঝুনুর ওঠানামা। দিনের বেলা অক্ষের এত হিসেব  
 রাখে নাকি কেউ ? ঝুনুও রাখে না। কখনও কখনও তো কাজের  
 তাড়ায় দুই সিঁড়ি টপকে ওঠায় সংখ্যাটা এগারো থেকে সাতেও  
 নামে।

হিসেবটা মাথায় আসে যখন রাতের অঙ্ককার ঝুপ করে নেমে ঘিরে  
 ফেলে বাড়ির চারপাশের বাগানটাকে। আর ঝুনুর ডাক্তার স্বামী  
 হাসপাতালে বেরিয়ে যায় এমার্জেন্সী কলে। ফেরে সেই মাঝরাতে  
 ।ঠিক তখনই অক্ষের থাতাটা খুলে বসে ঝুনু। প্রথমে পিছনের  
 ড্রাইভ-ওয়েতে গাড়ি ঢোকার শব্দ, ক্যাঁ..চঁ, বাগানের দিকে পেছন  
 -দরজাটার সন্তর্পণে মুখটা একটু হাঁ করার চেষ্টা। তারপরেই  
 অসীমের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসা....এক, দুই, ...., ওণতে  
 শুরু করে ঝুনু। এগারোর পরেই তো আর পাঁচ  
 পা...তারপরেই। ইচ্ছে করেই লেপের তলা থেকে ওঠে না সো। কেমন  
 জানি অভ্যেস হয়ে গেছে অক্ষের এই মজার খেলাটা। বিয়ের পরে  
 প্রথম প্রথম রাতে এভাবে একা একা থাকতে ভয় যে করতো না,  
 তা তো নয়। বেশ কয়েক রাত ঘরের আলো জ্বালিয়েই শুয়েছে

সো দশ বছরে সয়ে গেছে ব্যাপারটা । এখন শুধুই রাতের পর রাত  
এগারো গোণার প্রতীক্ষা ।

অ্যাবারেস্টউইথ, স্বামীর অধুনা কর্মস্থল । প্রথমে নামটা জিভের ডগায়  
আনতেই ঝন্নুর লেগেছিল সপ্তাহথানেক। তারপর বানান ! কার  
মাথায় এসেছিল নামটা ? একবারও ভাবেনি ফর্ম ফিলাপের সমস্যার  
কথা ! প্রথমে উচ্চারণ আয়ত্ত করা, তারপর ধীরে ধীরে বানান  
শেখা, অবশেষে.... কেমন জানি ভালো লাগা । এখন ভালো লাগে  
তার নামটা । অর্থটাও জেনে গেছে সো স্বামীর সঙ্গে লং-ড্রাইভে যেতে  
যেতে লক্ষ্য করেছে, ওয়েলসের অনেক জায়গার নামই "অ্যাবার"  
দিয়ে শুরু । যেমন অ্যাবারেস্টউইথ, অ্যাবারগাভেনী, অ্যাবারায়রন।  
আসলে 'অ্যাবার' শব্দের অর্থ তো নদীর মোহনা । আর বাকীটা যেমন  
ইস্টউইথ, গাভেনী....এগুলো নদীর নাম।

ব্যাস, মুহূর্তে সহজ হয়ে ধৱা দিল জটিল নামটা । শহরের এক ধার  
দিয়ে তিরতির করে বয়ে চলা নদীটাই তাহলে ইস্টউইথ ! সেই থেকে  
ভালো লাগার পথ চলা ।

বাগান ঘেরা এই বাড়িটা ঝন্নুরা কিনেছে বছর দশেক আগে । কেনার  
সময় একটা উড়ো খবর কানে এসেছিল ঝন্নুর। যে প্রবীণ দম্পত্তির  
কাছ থেকে বাড়িটা অসীম কেনে, ওদেরও আগে এই বাড়ির বহুদিনের  
মালিক ছিলেন এক অকৃতদার ওয়েলশ শিফ্ক - পদার্থবিজ্ঞানের।  
কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পরড়ও এখানেই থাকতেন মানুষটি।  
একদিন সোফায় বসা অবস্থায়ই হঠাত তাঁর হৃদযন্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা  
করে কারখানায় তালা ঝোলায় । প্রতিবেশীরা টের পাননি কেউ।  
থেয়াল করেন স্থানীয় দুধওয়ালা। তিনদিন দরজার বাইরে দুধের  
বোতল পড়ে থাকতে দেখে তিনি প্রতিবেশীদের সতর্ক করেন। দরজা  
ভেঙ্গে দেখা যায় যে বিজ্ঞানসাধকের স্কুল দেহটি আইনস্টাইনের

সর্বজনবিদিত তঙ্গের মান রেখে তিনদিন আগেই সূক্ষ্ম অস্তিত্বে পরিণত হয়েছেন।

রঞ্জন পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রী এবং স্থানীয় স্কুলের শিক্ষিকা। এখানেই ওই প্রাক্তন বিগত মালিকের সঙ্গে কোথায় জানি একটা ক্ষীণ যোগসূত্র অনুভব করে রঞ্জন। রবিবারের ভরদুপুরে হাইড্রেনজিয়ার গালভরা হাসিমুখো ঝোপগুলো সমান করে ছাঁটতে ছাঁটতে ওই প্রবীণ মানুষটির একাকীভৱের কথা ভেবে অকারণেই ওল মনে মেঘ জমে।

আজও রাতে অসীম বেরিয়ে গেছে হাসপাতালে। প্রথমদিকে রঞ্জন বলে উঠতো....আজ না গেলেই নয় ? এখন বলে না। বরঞ্চ স্বামীর বিপদঘন্টা বা বিপ্ৰ সজোরে বেজে উঠতেই তাড়া লাগায় অসীমকে। ডাক্তারের পাশে থেকে থেকে ও 'এমার্জেন্সী' শব্দটার অর্থ বুঝেছে। কেউ ভীষণ বিপদে পড়েছে ! কারও হৎপিণ্ড হঠাত অচেনা গতিতে পা ফেলছে ! কয়েক মুহূর্তের বিলম্ব ..... কারও মাথায় ভেঙে পড়তে পারে গোটা ছাদটা !

তাড়াতাড়ি ডিনার সেৱে নিচের ঘরের সব আলো নিভিয়ে দোতলায় উঠে গেল রঞ্জন। লেপের তলায় একটা অসমাপ্ত উপন্যাসে চোখ বোলাতে বোলাতে কখন যে ওৱ দুচোথের পাতায় ঘূম করেছে ভর, টের পায় নি ও। অভ্যেস মতো ঘূম জড়ানো হাতেই ল্যাম্পটার সুইচ অফ হয়ে ঘরে ভরে যায় হল্কা নীলাভ আলোয়।

হঠাত ক্যাঁ...চ ! সজাগ রঞ্জনুর সবকটি ইন্দ্রিয়। তাড়াতাড়ি অক্ষের থাতা খুলে ফেলে তারাকরো শুরু গোণা। এক, দুই..... ছয়, সাত, .... দশ, এগারো। নির্ভুল হিসেব। এরপর গুণে গুণে পাঁচ পা, তারপরেই। কিন্তু একী ! বেডরুমের হাতল ঘুরলো না কেন ? অসীম কি আগে ওয়াশুরুমে গেল ? নাঃ, তা কী করে হবে ! আগে তো স্টেথো, ডাক্তারির ব্যাগ, বিপ্... এগুলো দেরাজের ওপর রাখবে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেওয়া অপেক্ষা শুরু রঞ্জনু। প্রতিটি মুহূর্ত এক একটি

যুগ।অসীম ! অসী..ম ! অসী.....ম ! প্রথম দুটো সজোরে,  
শেষেরটা কাঁপা কাঁপা গলায় ।

আর অপেক্ষা নয়। এক হাতে সুইচ টিপতেই ঘর ভরে গেল স্বন্দির  
আলোয়।দশ বছরে এই বোধহয় প্রথম লেপের তলা থেকে উঠলো  
কুনু।হাউস কোটটা গলিয়েই দরজার হাতলে টান।একী ! কেউ নেই  
তো ল্যান্ডিং-এ ! পাশের ঘরে ? টয়লেটে ? নাঃ, কোথাও কেউ  
নেই ! ল্যান্ডিং -এর ছোটো জানালার লেসের পর্দা সরিয়ে বাইরে  
চোখ রাখল কুনু।ওখান থেকে পেছনের ড্রাইভ -ওয়েটা বেশ দেখা  
যায়।নাঃ, কোনো চারপেয়ে যন্ত্রের অস্তিত্ব নেই সেখানে।ঝড়ের  
গতিতে একতলায় নামলো কুনু।লাউনজ, রান্নাঘর....সব আলো  
জ্বালিয়ে দিল। টিভিটা অন্ করলো সজোরে।পাশের বাড়ি যা ভাবে  
ভাবুক।কী প্রোগ্রাম হচ্ছে বোঝারও দরকার নেই তার।যা হবে, তা-  
ই দেখবো।কুনুর তখন শুধু দরকার আলো, শব্দ, সঙ্গ ।

ক্যাঁ...চ। এবার শব্দটা কানে আসতেই কিচেনে ছুটলো কুনু।ঘুরেছে  
দরজার হাতল।সামনে দাঁড়িয়ে পরিচিত মুখ । কী হয়েছে তোমার ?  
নিচে কেন এসময়?

না, কিছু না, তুমি কি আগে একবার এসেছিলে ? নাঃ, আসবো কী  
করে ! একটি পাঁচ বছরের শিশুকে নিয়ে কী যুদ্ধই করলাম।  
তারপর কুনুর চোখের দিকে চোখ পড়তেই বলল অসীম, ...ভেবো  
না, ঠিক আছে বাচ্চাটা।

অসীমের সঙ্গে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এল কুনু। একী ! সারা  
বাড়ির সব আলো জ্বলছে কেন ? কী হয়েছে বল তো ! নাঃ, কিছু  
না, না মানে তুমি কি কোনোভাবেই আগে একবার..... কুনুর  
মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কী বুঝে বললো অসীম....কাঠের বাড়ি

। সমুদ্রের হাওয়ায় চারপাশ থেকে কতৱাম আওয়াজ তৈরী হয় । চল  
শয়ে পড়ি। হয়তো তাই । তাই বলে ঠিক এগারোই ! ! ! !

.....





ଆତ୍ମେଯୀ ହାଲଦାର

## জীবনের ছবি গল্প



...অর্কপ্রভ নঞ্জন



## গল্পটা

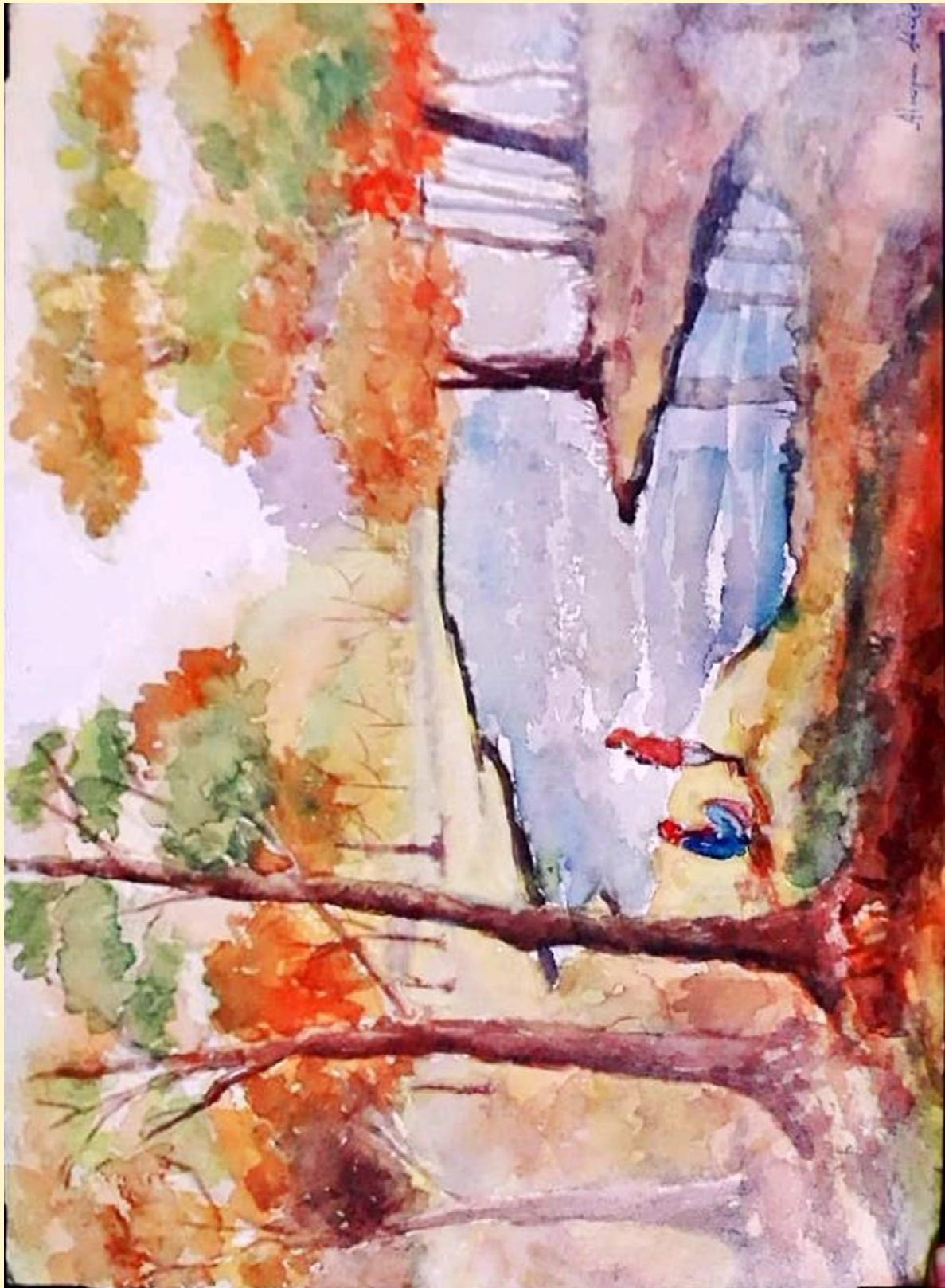
...ঈশ্বিতা সরদার

বারো বাই দুই চন্দ্রনাথ সেন লেনের ছেটে ঘরটা ফাঁকা পড়ে  
আছে। একটু আগেও ঘরটা ভরা ছিল ফুলের সুবাসে। ভিড়ও  
ছিল দেখার মতো। না, কোনো শিল্পীর সম্বর্ধনা নয়, নয়  
কোনো বিবাহানুষ্ঠান, কোনো আনন্দ অনুষ্ঠান। ভাঙ্গচোরা,  
ইঁটবার করা তিনতলা বাড়িটার নীচের তলার স্যাঁতসেতে  
লোনাধরা ঘরটায় আজ ভোরে মারা গেছেন সনাতন দাস, কুড়ি  
বছর ধরে এই ঘরটাই ছিল যাঁর একমাত্র আশ্রয়। নামটা  
অপরিচিত, হয়তো তাঁর লেখাও এর আগে পড়েনি কেউ। তবে  
কোলকাতার নামী-অনামী বিভিন্ন পত্রিকার অফিসের পুরোনো  
ফাইল ঘাঁটলে তাঁর অমনোনীত অনেক লেখার পান্তুলিপিই পাওয়া  
যাবে। কত বছর ধরে লিখতে চেষ্টা করে যাওয়া মানুষটা সারা  
জীবন অখ্যাতই রয়ে গেছেন। কখনও পসারের মুখ দেখেননি  
সনাতনবাবু। পয়সারও নয়। আজ ছাপ্পান্ন বছর বয়সে তাঁকে চলে  
যেতে হল সম্পূর্ণ অনাঞ্চীয় অবস্থায়, একা। উকাই নদীর ধারে  
ছেটে শহরে জন্ম। পিতৃগৃহে অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে  
ওঠা, পিতৃবিযোগ, ক্রমাগত পরিশ্রম, প্রেম, সকলের অমতে  
বিবাহ, কোলকাতায় আগমন, চরম দারিদ্র, লেখা, লেখার মধ্য  
দিয়ে অসাধারণ মেধাবী ছেলেটার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ধরা  
পড়া - এই অবধি গল্পটা তৈরি ঠিক ছিল। কিন্তু বাস্তবে মিলল  
না শেষের দিকটা। অনেক কষ্টে শিক্ষালাভ করে অসাধারণ  
মেধাবী ছেলেটা হয়ে উঠল না দশজনের একজন। শুধু কাগজের

অফিসে গলাধাক্কা খেতে খেতে, ছাপাথানায় বই ছাপতে ব্যর্থ হতে হতে সামান্য একটা অফিসের কেরাণী হিসাবে জীবন কেটে গেল তার। দপ্তরীথানা থেকে সামান্য সাহায্যটুকুও না পেয়ে লেখক সনাতনবাবু হারিয়ে গেলেন সাধারণ নিষ্ঠ মধ্যবিত্ত মানুষগুলোর ভীড়ে। দু'বছর আগে ক্যানসার ধরা পড়েছিল ছন্দার। ছন্দা এতগুলো বছর ছিল সনাতনবাবুর মনের বল, জীবনের কর্তৃনতম রাস্তাগুলোয় চলার একমাত্র সাথী। মরণের থাবা যখন গ্রাস করেছিল ছন্দাকে, একটু সাহায্যের জন্য পাগলের মতো মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘূরেছেন সনাতনবাবু। কিঞ্চি..... ছন্দা থাকেনি। প্রায় বিনা চিকিৎসায় চলে গেছিল ছন্দা, জীবনের সব ছন্দকে শেষ করে দিয়ে। অসহায় সনাতনবাবু চন্দ্রনাথ সেন লেনের এই ঘরটা থেকে ছন্দার মৃতদেহটা বের করে নিয়ে যেতে দেখেছেন। যাবার সময় ছন্দার সঙ্গী হয়েছিল শুধু সনাতনবাবুর দুফোঁটা চোখের জল। সেদিন সেই চোখের জলের ফেঁটায় ঝাপসা হয়ে গেছিল তাঁর জীবনের সব কিছুই। আর তারপর, শোক চেপে রেখে আবার কলম ধরেছেন। মনের বয়সের ভাবে জর্জরিত, অসুস্থ সনাতনবাবুর জীবনের শেষ অক্টোবর শেষ হবার সময় হয়ে এলো। নিদারণ যন্ত্রণার কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত একটা মানুষের আক্ষেপ - জীবনের সর্বস্বর বিনিময়েও লেখক হয়ে উঠতে পারেননি তিনি। পঁচিশ বছর আগে জীবনের ভয়াবহ দিনগুলোতে শান্তির আশ্রয় হয়ে এসেছিল ছন্দা। আর আজ তাঁর হাত ছেড়ে দেবার পর আবার কেমন সব এলোমেলো হয়ে গেল। সমস্যাটা জাঁকিয়ে বসল চাকরীটা চলে যাবার পর। হাতের কলম তখন যেন স্থালিত, নিষ্ঠেজ। ছন্দা চলে যাবার পর কতদিন কিছু লেখেননি সনাতনবাবু ? কেউ কতদিন তাঁকে বলেনি, 'বলি লেখাটোখা ছেড়ে দিলে নাকি ? বসে বসে সময় কাটাচ্ছো কেন গো ? লিখতে বসে পড়ো, বসে পড়ো।' কোথাও

কখনো কোনো আশার আলো দেখেননি সনাতন দাস। কেউ কখনো তাঁর দিকে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয় নি। তবু, শেষবেলায় ছন্দার ছবিটার দিকে তাকিয়ে গল্পটা লিখে ফেললেন সনাতনবাবু, যেন তুলি-রং নিয়ে নিজের জীবনের একটা ছবি এঁকে দিলেন। কিভাবে পাথরের ধায়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, কাঁটাবন পেরিয়েছেন রক্তাঙ্গ পায়ে, আর তারপর নিজের ভবিষ্যত লিখলেন হাতে। পরাজিত, জীবনের কাছে লাঞ্ছিত একটা মানুষের কাহিনি। পরদিন একটা পত্রিকার অফিসে লেখাটা যথারীতি জমা দিয়ে এলেন। গল্পটা পড়ে অন্তুত ভাবে সম্পাদক তাকিয়ে ছিলেন তাঁর দিকে। হাতে দিয়েছিলেন কিছু অর্থও। দুর্বল পায়ে ফিরে এলেন সনাতনবাবু। পাড়ায় ডাক্তারী করছে সবে পাশ করা ডাক্তার জয়ন্ত। - 'জয়ন্ত, প্রেশার একটু দেখবে বাবা, রাতে ঘুমটাও আজকাল ঠিক হচ্ছে না বাবা, যদি.....' আজ সকালে এক ঔগ্রাহী পাঠক আর একদল ছেলেমেয়ে নিয়ে সম্পাদক মশায় এসেছিলেন এই ঘরটায়, কয়েকদিন আগে পত্রিকায় ছাপা গল্পটার ভূয়সী প্রশংসা আর ফুলের তোড়া নিয়ে। কিন্তু থাক। ফাঁকা ঘরটা র ভ্যাপসা বাতাস হালকা হয়ে গেছে। গল্পটা প্রশংসা পেয়েছে বল। গল্পের লেখক, নিজের ভবিষ্যতকে বর্তমান করে দিয়ে নিজে অতীত হয়ে গেলেন। ফাঁকা ঘরের পায়া-ভাঙ্গা টেবিলে কাঠের টুকরো চাপা দেওয়া পান্তুলিপি - সেই গল্পটা।

.....



ଆଦ୍ରେୟୀ ହଲଦାର



লীনা মহল

## অচেনা কলকাতা

...দেবার্ধ্য কুমার চক্রবর্তী

পার্ক স্ট্রিট সেমেট্রি বা গোরস্থান... সাম্প্রতিক সিনেমা র  
কারণেই হোক বা নিজস্ব পরিচয়েই হোক...কলকাতা শহরের  
ইতিহাসে এক অবিষ্ছেদ্য অঙ্গ.... গেছিলাম সেখানে...চেনা  
গলির অচেনা রহস্য একটু খুজতে...  
প্রশ্ন করলাম গার্ড কে...এখনকার  
মূলমূল সমাধি কোনওলি...উওরে  
জানলাম...উইললিয়াম জোন্স, হেনরি  
লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও আর হিন্দু  
স্টুয়ার্ট... প্রশ্ন এখানেই..বাকি নাম  
গুলো তো ঠিক ছিল...লাস্টের নাম  
টা কেমন যেন সুকুমার রায়ের “হয়ে  
গেল হাসজান্স কেমনে তা জানিনা “  
কেস মনে হচ্ছে না... আমি  
বলছি...লেট দি কেস ফাইল ওপেন ফার্স্ট... এভাবেই শুরু  
হোক আমাদের আজকের চেনা গলির , চেনা শহরের  
অচেনা গল্লি....

‘It’s the tomb of one of the most interesting characters from British India major general Charles Stuart’... The Story of India by BBC.

সত্যিই খুব চমকপ্রদ লোক ছিলেন এই মানুষটি । প্রায় ৫০  
বছরের জীবনে তিনি প্রতি ভোরবেলাতে গঙ্গা নদীতে  
সকালের স্নানের জন্য যেতেন । তিনি হিন্দু ধর্ম, হিন্দু  
দেবীদেবতার আরাধনা করতেন । বিভিন্ন স্থান থেকে  
পুরোনো হিন্দু দেবতা,



দেবীর মূর্তি নিয়ে তিনি তার বাড়িতে প্রায় বানিয়ে ফেলেছিলেন কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ছাড়া দ্বিতীয় মিউজিয়াম। এছাড়া শুধু মাত্র হিন্দু ধর্মই নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তার পৃষ্ঠপোষকতা তাকে বিশেষ ভাবে আজ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ করে। এমনকি শোনা যায় যে কলকাতার ইউরোপীয় মহিলাসমাজের কাছে শাড়ীকে অনেক প্রচলিত করেন। তাই তার মৃত্যুর পরেও চার্লস স্টুয়ার্ট এর কবরস্থলের ওপর সম্পূর্ণ হিন্দু ধর্মীয় ভাস্তর্য শিল্পের সাহায্যে তৈরী করা হয় তার সমাধিসৌধটি। এইভাবেই এক অজানা ইউরোপীয় কলকাতার অজানা গলিতে তৈরী করেছিলেন এক অজানা ইতিহাস।

- Ref:
1. THE SOUTH PARK STREET CEMETERY CALCUTTA -APHCI
  2. [https://en.m.wikipedia.org/.../Charles\\_Stuart\\_\(East\\_India\\_Com...](https://en.m.wikipedia.org/.../Charles_Stuart_(East_India_Com...)
  3. History of the world in 100 objects, British Museum





পিয়ালী পাল

## ওদের মতই

যে মেয়েটা গলায় দড়ি দিলো সে তোমার কে?  
 যে ছেলেটা বাড়ি ছাড়লো সেই বা তোমার কে?  
 তোমার চাওয়াগুলো সব পাওয়া হয়ে গেছে?  
 নাকি কিছু দেনা বাকি আছে ?  
 বাকি না থাকলে তুমি জিতে গেছো,  
 আর ওরা হেরেছে, নিজেদের কাছে  
 বাকি থাকলে পরে , ওরা পালালো, ওরা মরে গেলো ,  
 ওরা হাল ছেড়ে দিলো না মিটিয়ে ....  
 তাহলে ওরা এবার জিতলো কই?  
 এ আশার খেলা যেভাবে হোক তুমিই জিতবে ;  
 তারপরে কাঁধে শয়ে চলে যাবে ওদের মতোই।

## হলোনা

সময় পেরিয়ে নদী তীরে এসে দেখি তুমি বসে  
 পাশে গিয়ে বসলাম ,  
 তুমি আমার দিকে তাকালে একবার;  
 নদীর ওপারে সময়ের কাছে  
 আমাদের ফেলে আসতে হয়েছে গোটা জীবন ...  
 প্রতিবারের মতো এবারেও দেখা হলে  
 তোমার চোখ আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়েছে কের....  
 বেলাশেষে দুজনে হাত ধরে  
 নদীপাড় দিয়ে যেতে যেতে ইতি টানছি সবকিছুর  
 এটুকুর জন্যই হয়তো জন্ম আমাদের  
 আমাদের একসাথে থাকে হলোনা।

...লীনা মহল



## বিদেশ ভ্রমণ: থাইল্যান্ড

...কৃপম রাণা



## শ্রোত

অর্জুন দাস

সেদিনও মেঘেরা পরিযায়ী ছিল, শেষচিঠি ছিল হাতে  
হাসিহাসি মুখে ভেবেছি কেবলই, 'যদি কোনও সাক্ষাতে...'

পরোয়া করিনি বিপদের আঁচ। গ্রাহ্য করিনি কিছুই,  
হারানোর লোভে ট্রেন ছেড়ে গেছে স্টেশনের পিছুপিছু!

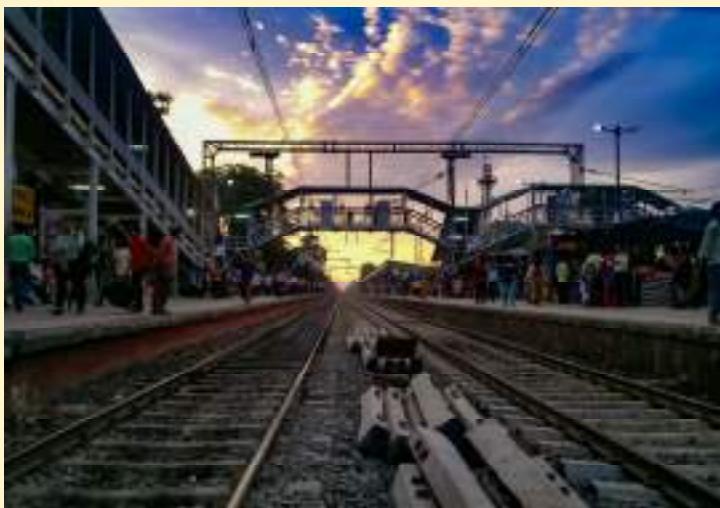
ঃড়িয়ে থেকেছি নিখরের মতো, তীক্ষ্ণ হয়েছে টানও  
ভালবাসা যেন চেনা মানুষের অকপট বদলানো...

সেদিনও মেঘেরা পরিযায়ী ছিল। ভেজা আঙুলের ফাঁকে-  
জলছবি এঁকে ঝুঁথে দিয়েছিলে দু'চোখের বন্যাকে।

থমকে গেছিল বৃষ্টির ফোটা, চশমা'র কাঁচে বোনা!  
বাইরে শুষ্ক, ভেতরে ভেতরে অশ্রুর আলপনা...

অর্থচ স্মৃতিরা আস্কানা পেত, সাড়া পেত খুনসুটি  
যতদূরে যাও, পিছুটান বেয়ে আলকুশি হয়ে উঠি।

তোলপাড় হোক মিথ্যে বনানী, তোমার শরীরে লতা-  
উড়ো ছাতা তবু ভাগ করে নেবে আমাদের ঝপকথা...



## সভ্যতার ছবি, ছবির সভ্যতা ইন্দ্রজিত গায়েন





শ্রেয়সী বিশ্বাস

# সব হারানোর লড়াই

শুভক্ষণ দেব

অদূর আকাশ কালচে হলে , বৃষ্টি পারাপারের  
সময়সীমা বুজতে শেখো, ঝাপসা হলে দৃশ্য  
আজ যাকে দায় ভাবছো মনে , ঘেন্না অহংকারে,  
বিহুল হয়ে পড়লে যেন দরজা খোলেন টৈশ্বর।

আমার ভীষণ মৃত্যু প্রিয়,আমায় দেখে বেঁচো,  
কলঙ্কে যার ঘোমটা নামে, খুনেই বাড়ে ফলন,  
মানুষ পেলে আগলে রাখি, আঘাত পেলে কেঁচো।  
আমার মতো কেউ হবেনা,আরেকটি সংকলন।

প্রকাশ পায়ে নোংরা যদি, আলো আবিষ্কারের  
সার্থকতা কোথায়? পুড়ে ছাই হওয়াটাই নিয়ম।  
ছায়ার কোনো ভূমিকা নেই , অথচ পোস্টারে  
মানুষ এলো, তাও এলো না তোমার যান্না প্রিয়।

আমার তখন যুদ্ধে নামার সময় , সমান জমির  
হক অধিকার বোঝার লড়াই, এবং ক্ষমতা যার,  
একটা গুটি মীরজাফর , আর অবাক হলে তুমি!  
অন্ধকারে বাজ পড়ে আর দাঁড়িয়ে দেখেন রাজা।



## স্বদেশ ভ্রমণ : সিকিম

...কৃপম রানা



## অভিযোগান্ত্রের আশা

...সোহান ঘোষ

মেঘ আৱ মেঘেৱ আড়ি, অথচ একটা ঘৱ;  
এমন যদি মানুষ থাকত শান্ত পৱন্পৱ,  
তাহলে হয়ত হত না কেউ খুনি, স্বার্থপৱ।

রোদ আৱ বৃষ্টি এক নয়. গন্তব্য তবু একই;  
যেমন আলাদা দুটো মন, এবং তাৱা নাকি  
মিলতে পাৱেনি সেই কাৱণে, দিয়েছে অজুহাতই।

আকাশ জুড়ে রামধনু মানে সমস্ত আলোৱ পথ;  
অমনটা কেন হয়না এখানে যেন কেয়ামত?  
আদতে আমৱা নিজস্ব নাবিক , হইনা সহমত।

কালো পৃথিবীৱ পৱেও দেখ পৃথিবী রংময়;  
তেমন যদি পাল্টে যেত অনেকটা অসময়,  
পাৱত না কেউ বলতে আৱ , ভালবাসা নিৰ্দয়।

.....

# Let us meet the editors

- . Sohan Ghosh
- . Debarghya Kumar Chakraborty
- . Sayak Chakraborty

## Special assistance:

- . Aritra Dutta
- . Swapnani Halder

